দশম অধ্যায়
চরিতমালা

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট ছক			3A পেলে অর্জিত হবে
ছক-১	ছক-২	ছক-৩	A+
বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো			

■ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব

সারিপুত্র: সারিপুত্র ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ, ধারণ ও পালনে বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ছিলেন অন্যতম। সারিপুত্র বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ১৫ দিনে অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। তিনি ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান এবং তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্মদেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে বসতেন বলে তাঁকে বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত শ্রাবক নামে অভিহিত করা হয়। এই মহৎ কর্মের জন্য তিনি বৌদ্ধধর্মে অমর হয়ে আছেন।

মৌদ্‌গল্যায়ন: বুদ্ধের বাম হস্ত শ্রাবক মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন মোগগলী ব্রাহ্মণীর পুত্র। মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়। এই ঋদ্ধিশক্তিই ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্ম শক্তির উৎস। ঋদ্ধি বলেই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভূবনে ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এজন্য তার দেশনা ছিল সব সময় চিত্তগ্রাহী এবং তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি তা পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন

শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'চরিতমালা' অধ্যায়টি পড়ে নাও।
অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

■ অধ্যায়টির শিখনফল

এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে এসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★★	১. বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো., চ. বো. '১৯; সকল বোর্ড ২০১৭; ২০১৫	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪
★★	২. থের-থেরী ও বিশিষ্ট মনীষীদের জীবনী পাঠ করে তাঁদের আদর্শ ও জীবন চরিত ব্যাখ্যা করতে পারবে।	ঢা.বো. '২৪; ঢা, বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., '১৯; সকল বোর্ড ২০১৭; ২০১৫	২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

অ্যানালাইসিস

- **পাঠ বিশ্লেষণ** | পৃষ্ঠা ২৭০
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ২৭০
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ২৭০
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ২৭২

অ্যাপ্লিকেশন

- **সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৭৩
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন
- **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৮০
- **জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৮২
- **সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৮৪
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- **প্রশ্নব্যাংক** | পৃষ্ঠা ২৯৩
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২৯৩
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২৯৪
- **অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট** | পৃষ্ঠা ২৯৫
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২৯৫
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২৯৬

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

Tutor: এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	৩	-	১	-	১	২	২	১	-	২	১২
২	৩	-	১	-	১	২	২	১	-	২	১২

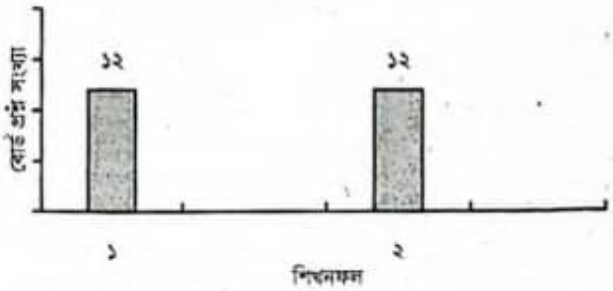

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ১ ও ২

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

Tutor: এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন

বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ, ধারণ ও পালনে বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। সারিপুত্র জ্ঞানে ও মৌদ্‌গল্যায়ন ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে মৌদ্‌গল্যায়ন বাম দিকে বসতেন। তাই তাঁদের বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো।

একদিন সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন দুই বন্ধু একত্রে একটি নাটক দেখতে যান। নাটক দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত হয়। তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন দুঃখমুক্তির সন্ধানে সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু কারো নিকট সন্তোষজনক উত্তর ও মুক্তিপথের সন্ধান পেলেন না।

কিছুদিন পর সারিপুত্র রাজগৃহে বিচরণ করেছিলেন। এমন সময় বুদ্ধ শিষ্য অশ্বজিৎ এর সঙ্গে সারিপুত্রের দেখা হয়। সারিপুত্র অশ্বজিতের কাছে বুদ্ধের ধর্মমত জানতে চান। তখন অশ্বজিৎ তাকে বুদ্ধভাষিত একটি গাথা বলেন। গাথাটি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অতপর সারিপুত্র গিয়ে মৌদ্‌গল্যায়নকে বিষয়টি জ্ঞাত করেন। সারিপুত্রের কাছে মৌদ্‌গল্যায়ন গাথাটি শ্রবণ করে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন এই দুই অগ্রশ্রাবক বুদ্ধের পূর্বে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

১০ অধ্যায়

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

কুইজ-১

প্রশ্ন-১. সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের কী ছিলেন?
প্রশ্ন-২. সারিপুত্র কীসে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন?
প্রশ্ন-৩. মৌদ্‌গল্যায়ন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কীসে?
প্রশ্ন-৪. ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের কোন দিকে বসতেন?
প্রশ্ন-৫. কী দেখে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের মনে বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হয়?
প্রশ্ন-৬. কীসের সন্ধানে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন?
প্রশ্ন-৭. রাজগৃহে ভ্রমণকালে সারিপুত্রের কার সাথে দেখা হয়েছিল?
প্রশ্ন-৮. সারিপুত্রের কাছে গাথা শ্রবণ করে কে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন?

Tutor: কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৭২ দেখো।

বিশাখা

বিশাখা ছিলেন ত্যাগের আদর্শে উজ্জীবিত এক নারী। তিনি ছিলেন ধনঞ্জয় ও সুমনা দেবীর কন্যা। তিনি আজীবন বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করে গেছেন। একবার বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে বিশাখার পিতামহ মেন্ডক শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন। তখন বিশাখার বয়স ছিল সাত বছর। বিশাখার সাথে ছিল পাঁচশত সখী, পাঁচশত পরিচারিকা এবং পাঁচশত সুসজ্জিত রথ। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে পাঁচশত সখীসহ বিশাখা এবং মেন্ডক শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। কালক্রমে বিশাখা বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে মিগার শ্রেষ্ঠী পুত্র পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শ্বশুরালয়ে পরস্পর শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাসের জন্য বিশাখার পিতা বিশাখাকে দশটি উপদেশ প্রদান করেন। শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পর শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী বিভিন্নভাবে তাকে বিব্রত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিশাখা তাঁর পিতার দেওয়া উপদেশ অনুযায়ী চলার মাধ্যমে সে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তিনি নিজের সৎ চেতনা দ্বারা মিগার শ্রেষ্ঠীকে ভুল প্রমাণিত করেন। সেই থেকে বিশাখাকে 'মিগারমাতা' নামে অভিহিত করা হয়। তিনি বিভিন্নভাবে ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমে নিজের আদর্শকে বজায় রাখেন।

পূর্বারাম বিহার নির্মাণে বিশাখা আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম, বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের সেবায় আজীবন কাজ করে অপরিসীম পুণ্য সঞ্চয় করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি 'মহাউপাসিকা' নামে খ্যাত হন।

কুইজ-২

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বিশাখার পিতার নাম কী ছিল?
প্রশ্ন-২. বিশাখার পিতামহ মেন্ডক শ্রেষ্ঠী যখন বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন তখন বিশাখার বয়স কত বছর ছিল?
প্রশ্ন-৩. বুদ্ধ দর্শনে বিশাখার সাথে কত শত করে সখী, পরিচারিকা এবং রথ ছিল?
প্রশ্ন-৪. পারিবারিক উদ্যোগে কার সাথে বিশাখার বিয়ে হয়?
প্রশ্ন-৫. শ্বশুরালয়ে পরস্পর শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাসের জন্য বিশাখার পিতা তাকে কয়টি উপদেশ প্রদান করেন?
প্রশ্ন-৬. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশাখা কী নামে খ্যাত হন?
প্রশ্ন-৭. বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যে কাকে 'মিগারমাতা' নামে অভিহিত করা হয়?
প্রশ্ন-৮. পূর্বারাম বিহার নির্মাণে বিশাখা কত কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৭২ দেখো।

রাজা প্রসেনজিত

বৌদ্ধধর্ম প্রসার ও প্রচারে যুগে যুগে বিভিন্ন রাজাদের অবদান অনস্বীকার্য। রাজা প্রসেনজিত তাঁর অন্যতম।

প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিত ছিলেন এ রাজ্যের রাজা। বুদ্ধের সময় এ রাজ্য সর্বদিকে সমৃদ্ধ ছিল। প্রসেনজিত রাজা মহা কোশলের পুত্র। তিনি তক্ষশীলায় লেখাপড়া করে পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রসার ও প্রচারে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তিনি বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিত্য আহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রাবস্তীর জেতবনে 'রাজকারাম' নামক বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। মহিয়সী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে একটি অতিথিশালাও প্রতিষ্ঠা করেন। এটি 'মল্লিকারাম' নামে খ্যাত। রাজা প্রসেনজিত এমনভাবে দান করতেন যাতে প্রজাদের সাথে প্রতিযোগিতা হতো। রাজা প্রসেনজিত ও রানি মল্লিকা একবার প্রজাদের সাথে হেরে পুনরায় এমন দানানুষ্ঠান করেছিলেন যাতে প্রজারা হেরে যায়। এ মহাদানে চৌদ্দ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল বলে জানা যায়।

রাজা প্রসেনজিত রাজ্য বিস্তার বন্ধ করে দান ধর্মে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা সুশাসন এবং মহতী দান কর্মের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সাথে সাথে রানি মল্লিকাদেবীর কৃতকর্মও ইতিহাসে স্মরণীয়।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. রাজা প্রসেনজিত কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
প্রশ্ন-২. কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী কেমন নগরী ছিল?
প্রশ্ন-৩. রাজা প্রসেনজিত কোথায় লেখাপড়া করেন?
প্রশ্ন-৪. রাজা প্রসেনজিত কার সমসাময়িক ছিলেন?
প্রশ্ন-৫. 'রাজকারাম' বিহার কোথায় অবস্থিত?
প্রশ্ন-৬. 'রাজাকারাম' নামক বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে কে দান করেন?
প্রশ্ন-৭. মহিয়সী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে রাজা প্রসেনজিত কী নির্মাণ করেন?
প্রশ্ন-৮. মল্লিকাদেবী ও রাজা প্রসেনজিতের আয়োজিত মহাদান অনুষ্ঠানে কত কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৭২ দেখো।

পূর্ণিকা থেরী

থেরী পূর্ণিকা বিপস্সি বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু জ্ঞানের অভিমান ছিল তাঁর অন্তরে। সে কর্মফলে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর অনাথ পিন্ডিকের গৃহের কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় দূর পূর্ণিকা। বুদ্ধ একবার সিংহনাদ নামে ধর্মদেশনা করেছিলেন। সে উপদেশ শুনে পূর্ণিকা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। তৎপর তিনি উদকশুদ্ধি নামক এক ব্রাহ্মণকে ধর্মশিক্ষা দানে তাঁর স্বমতে ফিরিয়ে আনেন। উল্লেখ্য যে, সে ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষের মতো পাপক্ষয়ের জন্য নদীতে শীতকালে স্নান করতেন। পূর্ণিকা স্নান করতেন দৈনিক গৃহকর্মের জন্য। সে সময় ব্রাহ্মণের সাথে পূর্ণিকার কথা হয়। তখন পূর্ণিকা ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "চিত্তের ক্লেশ দূরীভূত করাতেই পুণ্য হয়। স্নানে হয় না। কেউ যদি পাপকর্ম করে থাকেন, তাহলে দুঃখ হতে মুক্তির উপায় নেই।" এতে ব্রাহ্মণের চিত্ত পরিবর্তন হয়েছিল। একথা জানাজানি হলে পূর্ণিকাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পূর্ণিকা দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেই ভিক্ষুণী হয়ে যান এবং অচিরেই অর্হত্ব লাভ করে সর্বতৃষ্ণা ক্ষয় করেন।

সুতরাং, দাসী পূর্ণিকার জীবনাদর্শ সত্যিই অনুসরণীয় ও পালনীয়।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. থেরী পূর্ণিকা কোন বুদ্ধের সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
প্রশ্ন-২. থেরী পূর্ণিকা গৌতম বুদ্ধের সময় অনাথপিন্ডিকের গৃহে কী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন?
প্রশ্ন-৩. থেরী পূর্ণিকার কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করার কারণ কী?
প্রশ্ন-৪. বুদ্ধের কোন দেশনা শুনে পূর্ণিকা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন?
প্রশ্ন-৫. পূর্ণিকা কোন ব্রাহ্মণকে ধর্ম শিক্ষা দানে স্বমতে ফিরিয়ে আনেন?
প্রশ্ন-৬. উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণ নদীতে শীতকালে কীসের ফল ধৌত করার জন্য স্নান করতেন?
প্রশ্ন-৭. পূর্ণিকার মতে, দেহ ধৌত না করে কী ধৌত করতে হবে?
প্রশ্ন-৮. কেউ যদি পাপকর্ম করে থাকে, তা হলে তার কী হতে মুক্তির উপায় নেই?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৭২ দেখো।

ভিক্ষু শীলভদ্র

বৌদ্ধ ইতিহাসে পন্ডিত শীলভদ্র মহাস্থবির এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। পন্ডিত শীলভদ্র বাংলার আদি গৌরব। তাঁর গৃহীনাম ছিল দন্তভদ্র। তিনি কুমিল্লার চান্দিনা অঞ্চলে ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে নালন্দার অধ্যক্ষ আচার্য ধর্মপালের নিকট দীক্ষা নিয়ে শীলভদ্র নামধারণ করেন। তিনি জ্ঞানান্বেষণে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা সাংখ্য দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি নালন্দায় গিয়ে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি আচার্য ধর্মপালের নিকট ধর্ম দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বের নির্যাস গ্রহণ করে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

কথিত আছে যে, ভিক্ষু শীলভদ্র তর্কযুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে পরাজিত করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাতে মগধরাজা সন্তুষ্ট হয়ে একটি নগরের রাজত্ব দিতে আগ্রহী হন। কিন্তু শীলভদ্র ভন্তে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই নগর গ্রহণ করে সেখানে একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন, যার নামকরণ করা হয় 'শীলভদ্র সংঘারাম বিহার।' সংঘারামের সকলে তাঁর প্রতি বিনীত শ্রদ্ধায় তাকে 'স্বদ্ধর্ম ভান্ডার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সর্ববিদ্যায় পারদর্শী পন্ডিত শীলভদ্র ছিলেন একজন প্রকৃত প্রথিতযশা আচার্য। পরবর্তীসময়ে তিনি নালন্দার আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। এ মহা মনীষী ১২৫ বছর বয়সে ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

কুইজ-৫

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কে বাংলার আদি গৌরব?
প্রশ্ন-২. পন্ডিত শীলভদ্র কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন-৩. পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দায় কার নিকট দীক্ষা নেন?

প্রশ্ন-৪. আচার্য ধর্মপালের নিকট পণ্ডিত শীলভদ্র কীসের নির্যাস গ্রহণ করেন?

প্রশ্ন-৫. শীলভদ্র তর্ক যুদ্ধে কাকে পরাজিত করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন?

প্রশ্ন-৬. কে সন্তুষ্ট হয়ে শীলভদ্রকে একটি নগরের রাজস্ব স্থায়ীরূপে দিতে আগ্রহী হন।

প্রশ্ন-৭. সংঘারামের সকলে শীলভদ্রকে কী উপাধিতে ভূষিত করেন?

প্রশ্ন-৮. পরবর্তীতে পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার কোন পদে অধিষ্ঠিত হন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৭২ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ-১	১। অগ্রশ্রাবক; ২। জ্ঞানে; ৩। ঋদ্ধিশক্তিতে; ৪। ডানদিকে; ৫। নাটক; ৬। দুঃখমুক্তির; ৭। অশ্বজিত-এর; ৮। মৌদগল্যায়ন।
কুইজ-২	১। ধনঞ্জয়; ২। সাত বছর; ৩। পাঁচশত; ৪। পুণ্যবর্ধনের; ৫। দশটি; ৬। 'মহাউপাসিকা'; ৭। বিশাখাকে; ৮। আঠারো কোটি।
কুইজ-৩	১। কোশল; ২। সমৃদ্ধ; ৩। তক্ষশীলায়; ৪। বুদ্ধের; ৫। শ্রাবস্তির জেতবনে; ৬। রাজা প্রসেনজিত; ৭। অতিথিশালা; ৮। চৌদ্দ কোটি।
কুইজ-৪	১। বিপসসি; ২। কৃতদাসের কন্যা; ৩। কর্মফল; ৪। সিংহনাদ; ৫। উদকশুদ্ধি; ৬। পাপকর্মের; ৭। চিত্তের ক্লেশ; ৮। দুঃখ।
কুইজ-৫	১। শীলভদ্র; ২। ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে; ৩। আচার্য ধর্মপাল; ৪। ধর্ম দশনের নিগূঢ়তত্ত্বের; ৫। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে; ৬। মগধরাজ; ৭। স্বধর্ম ভাণ্ডার; ৮। আচার্য।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. অশ্বজিৎ'র সৌম্য চেহারা দেখে —— মুগ্ধ হন।
২. মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে ——।
৩. দেহ ধৌত না করে আগে মনের —— ধৌত করুন।
৪. বিশাখার পিতা বিশাখাকে —— উপদেশ প্রদান করেন।
৫. —— প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।

উত্তর: ১. সারিপুত্র; ২. অদ্বিতীয়; ৩. ক্লেশসমূহ; ৪. ১০টি; ৫. শীলভদ্রই।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন কীভাবে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকের পদ লাভ করেছিলেন বর্ণনা করো।

উত্তর: সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের জীবনী বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাসে এক অনবদ্য ও শ্রদ্ধেয় অধ্যায়। তাঁদের জীবনী পাঠে প্রত্যেকের অন্তরে অনাবিল শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটে।

যেভাবে তারা অগ্রশ্রাবকের পদ লাভ করেছিলেন: বুদ্ধের পরে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের অবস্থান। তাঁরা দু'জন ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক বা শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সারিপুত্র জ্ঞানে এবং মৌদ্‌গল্যায়ন ঋদ্ধি শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা বুদ্ধের ধর্মসেনাপতি নামেও অভিহিত। তাঁরা নাটক দেখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্রমে রাজগৃহে বুদ্ধের সমীপে উপনীত হলেন। তখন বুদ্ধ শিষ্যদের ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ তাঁদের অভিলাষ জেনে উপসম্পদা প্রদান করেন। দীক্ষিত হবার সাত দিনের মাথায় মৌদ্‌গল্যায়ন এবং পনেরো দিনের মাথায় সারিপুত্র অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, যেদিন তাঁরা দীক্ষিত হন— সেদিনই ভিক্ষু সমাবেশে বুদ্ধ তাঁদেরকে অগ্রশ্রাবক বলে ঘোষণা করেন। এ পদ লাভের পিছনে উভয়ের পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্ম এবং প্রার্থনা ছিল। তাই তাঁরা অর্হৎ ভিক্ষু সমাবেশে এ অগ্রশ্রাবক পদ লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন-২. পারিবারিক শান্তি সংরক্ষণে বিশাখার পিতার প্রদত্ত দশটি উপদেশের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো।

উত্তর: বিশাখা বৌদ্ধ ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। শ্রাবস্তী নগরের পুণ্যবর্ধনের সাথে বিশাখার বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে বিশাখার পিতা তাঁকে ১০টি মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। এ দশটি উপদেশ সর্বজনীন উপদেশ হিসেবে স্বীকৃতি।

উপদেশের গুরুত্ব: বিশাখাকে প্রদত্ত পিতার উপদেশগুলো ইতিহাসে সর্বজনীন উপদেশ হিসেবে গণ্য। সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক শান্তি সুখের জন্য উপদেশগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। উপদেশগুলোতে যেমন রয়েছে ঘরের আগুন বা কথা বাইরে না বলার কথা। যে কথা প্রকাশ পেলে পারিবারিক শান্তি ও সম্মানের ক্ষতি হয়। তেমনিভাবে দ্রব্য প্রদান, আহার করার কথা, উপবেশন করার কথা, শয়ন করার কথা, পরিচর্যার কথা ইত্যাদি উপদেশগুলো সংসারের সুখ-শান্তির মূল। তাই বলা যায়, পারিবারিক ও সাংসারিক তথা সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলায় দশটি উপদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেকের এ উপদেশের গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত। বিশেষ করে বর্তমান আধুনিক সমাজে এ মহামূল্যবান উপদেশের তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুসরণীয় ও উপলব্ধি করা উচিত। বিশেষ করে কন্যার বিবাহের আগে ভিক্ষুর মাধ্যমে এ মূল্যবান উপদেশগুলো প্রদান করা কর্তব্য।

প্রশ্ন-৩. বৌদ্ধধর্মের প্রসারে রাজা প্রসেনজিতের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

উত্তর: বৌদ্ধধর্ম প্রসার ও প্রচারে যুগে যুগে বিভিন্ন রাজাদের অবদান অনস্বীকার্য। রাজা প্রসেনজিত, রাজা বিম্বিসার, রাজা অজাতশত্রু, রাজা কালাশোক, সম্রাট অশোক ও রাজা কণিষ্কের অবদান স্মরণীয় ও বরণীয়।

রাজা প্রসেনজিতের অবদান: প্রাচীন কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিত ছিলেন এ রাজ্যের রাজা। বুদ্ধের সময় এ রাজ্য সবদিকে সমৃদ্ধ ছিল। প্রসেনজিত রাজা মহা কোশলের পুত্র। তিনি তক্ষশীলায় লেখাপড়া করে পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। তিনি বুদ্ধের সময় সাময়িক ছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রসার ও প্রচারের বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তিনি বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিত্য আহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রাবস্তীর জেতবনে 'রাজকারাম' নামক বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। মহিয়সী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে একটি অতিথিশালাও প্রতিষ্ঠা করেন। এটি 'মল্লিকারাম' নামে খ্যাত। রাজা প্রসেনজিত এমনভাবে দান করতেন যাতে প্রজাদের সাথে প্রতিযোগিতা হতো। রাজা একবার প্রজাদের সাথে হেরে পুনরায় এমন দানানুষ্ঠান করেছিলেন যাতে প্রজারা হেরে যায়। এ মহাদানে চৌদ্দ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল বলে জানা যায়।

রাজা প্রসেনজিত রাজ্য বিস্তার বন্ধ করে দান ধর্মে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা সুশাসন এবং মহতী দান কর্মের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সাথে সাথে রানি মল্লিকাদেবীর কৃতকর্মও ইতিহাসে স্মরণীয়।

প্রশ্ন-৪. পূর্ণিকা কীভাবে দাসী থেকে ভিক্ষুণী হলেন তা লেখো।

উত্তর: বৌদ্ধ থের-থেরীদের ইতিহাস বৌদ্ধ জগতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে শ্রেষ্ঠী থেকে রাজা বা দাস-দাসী সবাই চিত্তের কলুষতা মুক্ত করে অর্হত্বে উপনীত হয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তেমনি থেরী পূর্ণিকার ইতিহাসও আমাদেরকে শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে।

দাসী থেকে ভিক্ষুণী: থেরী পূর্ণিকা বিপস্সি বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু অভিমান ছিল অন্তরে। সে কর্মফল গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর অনাথ পিণ্ডিকের গৃহের কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় দূর পূর্ণিকা। কথিত আছে যে, তাঁর জন্মের পর থেকেই গৃহে সন্তান সংখ্যা একশত হওয়ায় তাঁর সেই নাম রাখা হয়েছিল।

বুদ্ধ একবার সিংহনাদ করে ধর্মদেশনা করেছিলেন। সে দেশনা শুনে পূর্ণিকা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। তৎপর তিনি উদকশুদ্ধি নামক এক ব্রাহ্মণকে ধর্মশিক্ষা দানে তাঁর স্বমতে ফিরে আনেন। উল্লেখ্য যে, সে ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষের মতো পাপক্ষয়ের জন্য নদীতে শীতকালে স্নান করতেন। পূর্ণিকা স্নান করতেন দৈনিক গৃহকর্মের জন্য। সে সময় ব্রাহ্মণের সাথে পূর্ণিকার কথা হয়। তখন পূর্ণিকা ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, চিত্তের ক্লেশ দূরীভূত করাতেই পুণ্য হয়। স্নানে হয় না। এতে ব্রাহ্মণের চিত্ত পরিবর্তন হয়েছিল। একথা জানাজানি হলে পূর্ণিকাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পূর্ণিকা দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেই ভিক্ষুণী হয়ে যান এবং অচিরেই অর্হত্ব লাভ করে সর্বতৃষ্ণা ক্ষয় করেন।

সুতরাং, দাসী পূর্ণিকার জীবনাদর্শ সত্যিই অনুসরণীয় ও পালনীয়।

প্রশ্ন-৫. শীলভদ্রের জীবন ও কর্ম বর্ণনা করো।

উত্তর: বৌদ্ধ ইতিহাসে পণ্ডিত শীলভদ্র মহাস্থবির এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তাঁর জীবনী পাঠ ও কার্যক্রম অধ্যয়নে তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

শীলভদ্রের জীবন ও কর্ম: পণ্ডিত শীলভদ্র বাংলার আদি গৌরব। তাঁর গৃহীনাম ছিল দত্তভদ্র। তিনি কুমিল্লার চান্দিনা অঞ্চলে ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে নালন্দার অধ্যক্ষ আচার্য ধর্মপালের নিকট দীক্ষা নিয়ে শীলভদ্র নামধারণ করেন। তিনি জ্ঞানান্বেষণে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা সাংখ্যদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি নালন্দায় গিয়ে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব অধ্যায় করে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি আচার্য ধর্মপালের নিকট ধর্ম দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বের নির্যাস গ্রহণ করে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

কথিত আছে যে, ভিক্ষু শীলভদ্র তর্কযুদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরাজিত করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাতে মগধরাজা সন্তুষ্ট হয়ে একটি নগরের রাজত্ব দিতে আগ্রহী হন। কিন্তু শীলভদ্র ভদ্রে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে আরো সন্তুষ্ট হয়ে 'শীলভদ্র সংঘারাম' নামে একটি বিশাল বিহার তৈরি করে দেন এবং শীলভদ্রকে 'স্বধর্ম ভাণ্ডার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন একজন প্রকৃত প্রথিতযশা আচার্য। পরবর্তীতে তিনি নালন্দার আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। এ মহা মনীষী ১২৫ বছর বয়সে ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ৯৭টি সাধারণ ■ ১৭টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ■ ২২টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor: পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. **মৌদ্গল্যায়ন কিসে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২।*

ⓚ জাগতিক জ্ঞানে　ⓚ পরমার্থ জ্ঞানে
ⓖ ঋদ্ধি শক্তিতে　ⓖ দৈহিক শক্তিতে

উত্তর: গ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন— মৌদ্গল্যায়ন।
- রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন— মৌদ্গল্যায়ন।
- ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে মৌদ্গল্যায়নকে বলা হতো— মোগগলীপুত্র।
- মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন— বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক।
- মৌদ্গল্যায়নের জীবন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়— একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের।

২. **রাজা প্রসেনজিত শাক্যকন্যাকে বিবাহের উদ্দেশ্য—** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩০।*

i. ভিক্ষুসঙ্ঘ ভোজনালয়ে আহার গ্রহণে বিরত থাকেন বলে
ii. কাশী রাজ্য লাভের আশায়
iii. বুদ্ধের বংশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i　ⓚ i ও ii
ⓖ i ও iii　ⓖ i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- প্রসেনজিত রাজা ছিলেন— কোশলের।
- রাজা প্রসেনজিত অন্য ধর্মের প্রতি ছিলেন— সহানুভূতিশীল।
- রাজা প্রসেনজিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন— দানকর্মের জন্য।
- কাশী রাজ্য লাভের আশায় প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন— অজাতশত্রু।
- শ্রাবস্তীর জেতবনে রাজকারাম বিহার নির্মাণ করেন— প্রসেনজিত।
- ভিক্ষুসঙ্ঘ ভোজনালয়ে আহার গ্রহণে বিরত থাকেন— প্রসেনজিত পরিচর্যা না করায়।
- বুদ্ধের বংশের সাথে পারিবারিক সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন— প্রসেনজিত।
- প্রসেনজিত ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিচর্যা করতে ব্যর্থ – রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায়।
- ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবার জন্য প্রসেনজিত বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন— শাক্য কন্যা।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পাপিয়া তঞ্চঙ্গ্যা একজন ধার্মিক মহিলা। আর্থিক অনটনের কারণে তিনি পরের বাসায় গৃহকর্ম করেন। একদিন তিনি একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে যুক্তি দিয়ে তার কাজের অসারতা প্রমাণ করে, স্বধর্মে দীক্ষিত করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

৩. **উল্লিখিত ঘটনাটি চরিতমালার কোন থেরীর সাথে সম্পৃক্ত?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩।*

ⓚ পূর্ণিকা　ⓚ উৎপলবর্ণা
ⓖ পটাচারা　ⓖ ক্ষেমা

উত্তর: ক

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- পূর্ণিকাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন— প্রভু।
- বিপস্সি বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন— পূর্ণিকা থেরী।
- নদী থেকে জল আহরণ করার কাজ ছিল— পূর্ণিকার নিত্যকর্ম।
- জলে ভিজে জীবন শুদ্ধ করার ব্রত— উদকশুদ্ধি।
- এক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা স্বমতে আনতে সমর্থ হন— পূর্ণিকা থেরী।
- ভিক্ষুণীদের নিকট গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন— পূর্ণিকা।

• উৎপলবর্ণার গায়ের বর্ণ ছিল– উৎপল বা পদ্মের মতো।
• স্বামী-সন্তানদের হারিয়ে শোকে বিহবল হয়ে পড়েন– পটাচারা।
• রাজা বিম্বিসারের স্ত্রী ছিলেন– ক্ষেমা।

৪. পাপিয়া উক্ত কর্ম সম্পাদন করার ফলে— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩০।
i. প্রশংসা লাভ করবেন
ii. সুগতি লাভ করবেন
iii. অর্হত্ত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
• কুসংস্কারাচ্ছন্নকে যুক্তি দিয়ে সুপথে আনলে লাভ করা যায়– প্রশংসা।
• ভালো কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি লাভ করবেন– সুগতি।
• সাধক অর্হত্ত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হবেন– নির্বাণ সাক্ষাত করলে।
• বুদ্ধের সিংহনাদ সূত্র শ্রবণে পূর্ণিকা লাভ করেন– স্রোতাপত্তি ফল।
• দাসীরূপে জন্মগ্রহণ করেন– পূর্ণিকা থেরী।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor: এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. সারিপুত্র কী নামে পরিচিত ছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]
(ক) দেশনামপ্রিয় (খ) বিনয়ধর
(গ) ধর্ম সেনাপতি (ঘ) ধর্ম ভাণ্ডারিক **গ**

৬. কে ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]
(ক) সারিপুত্র (খ) মৌদ্গল্যায়ন
(গ) উপালি (ঘ) আনন্দ **খ**

৭. সারিপুত্রের গৃহী নাম কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]
(ক) উপসেন (খ) উপতিষ্য
(গ) রেবত (ঘ) চুন্দ **খ**

৮. 'গুরুজনদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে' উপদেশটি নারীদের কী অর্থে বলা হয়েছে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২০। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]
(ক) জ্ঞান দান করতে (খ) সহযোগিতা করতে
(গ) সম্মান করতে (ঘ) নিজ দায়িত্ব পালন করতে **গ**

৯. অগ্রশ্রাবক মৌদ্গল্যায়ন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪। [সিলেট বোর্ড ১৬]
(ক) স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনে ধর্ম প্রচার করায়
(খ) "মানুষ মরণশীল" সত্যটি উপলব্ধি করায়
(গ) পনের দিনে অর্হত্ত্ব লাভ করায়
(ঘ) প্রজ্ঞায় অদ্বিতীয় হওয়ায় **ক**

১০. শ্রেষ্ঠীর সন্ন্যাসীরা বিশাখাকে ঘর থেকে বের করে দিতে বলেছিলেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৭। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]
(ক) সন্ন্যাসীদেরকে নমস্কার না করায়
(খ) পূজা না দেয়ায়
(গ) গৌতমের শিষ্য বলে
(ঘ) সন্ন্যাসীদের অসম্মান করায় **গ**

১১. মিগার শ্রেষ্ঠী পর্দার আড়ালে থেকে বুদ্ধের দেশনা শুনেছিলেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮। [সিলেট বোর্ড ২০২০]
(ক) বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব (খ) সন্ন্যাসীদের প্রতি অতিভক্তি
(গ) গুরুপূজায় বিশ্বাসী বলে (ঘ) অসাধু সন্ন্যাসীদের প্ররোচনায় **ঘ**

১২. বিশাখার দানকৃত "পূর্বারাম বিহারটি" নির্মাণে কে সহায়তা করেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮। [সিলেট বোর্ড ১৬]
(ক) সারিপুত্র (খ) মহাকশ্যপ
(গ) আনন্দ স্থবির (ঘ) মৌদ্গল্যায়ন **ঘ**

১৩. রাজা প্রসেনজিত রানি মল্লিকা দেবীর ওপর অসন্তুষ্ট হন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩০। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
(ক) রাজ্য দখলের কারণে
(খ) মল্লিকাদেবীর কন্যাসন্তান হওয়ার কারণে
(গ) সিংহাসন চ্যুতির কারণে
(ঘ) বিড়ূড়বের ক্ষমতা দখলের কারণে **ঘ**

১৪. উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণ ভোরে স্নান করতেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩২। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]
(ক) আত্মতৃপ্তির জন্য (খ) পাপ মোচনের জন্য
(গ) পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য (ঘ) রোগমুক্তির কামনায় **খ**

১৫. পূর্ণিকা থেরী কিভাবে ব্রাহ্মণকে স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩। [সিলেট বোর্ড ১৬]
(ক) ত্রিশরণের আশ্রয় গ্রহণের কথা বলে
(খ) ব্রাহ্মণের সাথে সদ্ভাবের মাধ্যমে
(গ) পাপ কর্ম উপলব্ধি করানোর মাধ্যমে
(ঘ) কুশল কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করায় **ক**

১৬. বঙ্গের আদি গৌরব কে ছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]
(ক) বুদ্ধদত্ত (খ) শীলভদ্র
(গ) বুদ্ধঘোষ (ঘ) ধর্মপাল **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দিবাকর ও সত্যব্রত সহপাঠী ছিলেন। তাঁরা খুব অল্প বয়সে সংসারের অনিত্যতা বুঝতে পেরে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তাঁরা বিহারাধ্যক্ষের নিকট প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে দিবাকর মহাজ্ঞানীর সংক্ষিপ্ত বাণী সাবলীলভাবে বিশ্লেষণ করতে পারতেন এবং সত্যব্রত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি মৃত্যুর পরবর্তী দুঃখ দেখে এসে মানুষকে ধর্মপথে চলার উপদেশ দিতেন। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

১৭. দিবাকরের সাথে কোন অগ্রশ্রাবকের সাদৃশ্য রয়েছে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।
(ক) বুদ্ধদত্ত (খ) বুদ্ধঘোষ
(গ) মৌদ্গল্যায়ন (ঘ) সারিপুত্র **ঘ**

১৮. সত্যব্রতের উপদেশ থেকে প্রতিফলিত হত— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।
(ক) নরক যন্ত্রণার ভয়াবহতা (খ) দশবিধ রাজধর্ম পালন
(গ) দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় (ঘ) সৎ ও অসৎ কর্মের ব্যাখ্যা **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বলাকা চাকমা উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের কন্যা। বিয়ের পর স্বামীর গৃহে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো প্রকার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতো না। আত্মীয়-স্বজনকে সাধ্যমত টাকা-পয়সা ধার দিয়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]

১৯. বলাকা চাকমার আচরণ চরিতমালার কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮।
(ক) পূর্ণিকার (খ) বিশাখার
(গ) বাসবক্ষত্রিয়ার (ঘ) মল্লিকাদেবীর **খ**

২০. উক্ত উপাসিকা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৯।
(ক) দানকর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করায়
(খ) স্বামীর মন জয় করায়
(গ) রাজ্যে পরিচিতি লাভ করায়
(ঘ) বুদ্ধ কর্তৃক দশটি বর লাভ করায় **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বোধিমিত্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি এক তর্ক সভায় খ্যাতিমান পণ্ডিতকে পরাজিত করেন। অপরদিকে কনিকা নিজ বুদ্ধিবলে এক ভ্রান্ত ধারণার মতাবলম্বী সাধুকে ত্রিরত্নের অনুগামী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। [সিলেট বোর্ড ২০১৬]

২১. বোধিমিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কার সাদৃশ্য রয়েছে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৪।
(ক) ধর্মপাল (খ) সারিপুত্র
(গ) মৌদ্গল্যায়ন (ঘ) শীলভদ্র **খ**

২২. সাধুকে ত্রিরত্নের অনুগামী করার পেছনে কনিকার ভূমিকা রয়েছে— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩।
i. সুধর্মের প্রভাব
ii. প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা
iii. সৎ চেতনার প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **গ**

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

২৩. সারিপুত্রের কয় ভাই ছিল? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২। [সেন্ট প্লাসিডস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয়

২৪. মৌদ্গল্যায়ন কিসে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জাগতিক জ্ঞানে খ পরমার্থ জ্ঞানে
গ ঋদ্ধিশক্তিতে ঘ দৈহিক শক্তিতে

ঋদ্ধিশক্তিই ছিল মৌদ্গল্যায়নের অফুরন্ত কর্মশক্তির উৎস। ঋদ্ধিবলেই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এজন্য তার দেশনা ছিল সবসময় চিত্তগ্রাহী।

উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

২৫. 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২। [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক শিষ্য খ পালক
গ গুরু ঘ শিক্ষক

২৬. মৌদ্গল্যায়নকে কোলিত নামে ডাকা হতো কেন?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩। [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক কোলিত বংশের বলে খ ভদ্ররাজ বংশের বলে
গ ব্রাহ্মণ বংশের বলে ঘ শ্রেষ্ঠী বংশের বলে

২৭. কে মহাপ্রজ্ঞাবান ছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪। [আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]
ক রাজা প্রসেনজিত খ সারিপুত্র
গ ধনঞ্জয় ঘ মৌদ্গল্যায়ন

২৮. কার পবিত্র দেহ ধাতু বেণুবন বিহারে রাখা হয়?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪। [চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ]
ক মৌদ্গল্যায়ন খ সারিপুত্র
গ অশ্বজিৎ ঘ উপসেন

২৯. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন তাদের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এর পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক তাঁরা অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত ছিলেন
খ দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন
গ মহাপ্রজ্ঞাবান ছিলেন
ঘ ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী ছিলেন

৩০. বিশাখার বাড়িতে প্রত্যহ কত ভিক্ষু আহার গ্রহণ করতেন?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পাঁচশত খ ছয়শত
গ সাতশত ঘ আটশত

৩১. মৌদ্গল্যায়ন কীভাবে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মানসিক শক্তির মাধ্যমে খ স্বেচ্ছায়
গ বুদ্ধের গাথা শ্রবণ করে ঘ ঋদ্ধিশক্তির মাধ্যমে

৩২. বিশাখার মায়ের নাম কী?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৫। [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক সুমনা দেবী খ চালা
গ উপচালা ঘ মল্লিকাদেবী

৩৩. বিশাখাসহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী পরিবারের সদস্যরা অপার আনন্দ অনুভব করেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৫। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক বুদ্ধের ধর্ম দেশনার কারণে
খ দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার কারণে
গ অর্হত্ব ফল লাভের ফলে
ঘ পূর্ণত্ব অর্জন করার ফলে

৩৪. অঞ্জলি শ্বশুরালয়ের নিন্দা ও কুৎসা বাইরে প্রকাশ করেন না। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের কোন উপাসিকার আদর্শ অনুসরণ করে চলেন?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৭। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পূর্ণিকা খ বিশাখা
গ উপচালা ঘ মল্লিকাদেবী

৩৫. বিশাখা বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেছিলেন। এটা প্রমাণ করে— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক তাঁর গভীর দান চেতনা ও উদারতা
খ তাঁর ত্যাগী মনোভাব
গ তাঁর আদর্শ
ঘ তাঁর সেবাপরায়ণতা

৩৬. বিশাখা বুদ্ধের কাছে কয়টি বর প্রার্থনা করেছিলেন?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮। [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]
ক সাতটি খ আটটি
গ নয়টি ঘ দশটি

৩৭. মিগার মাতা কার উপাধি? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮। [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]
ক বিশাখার খ উৎপলবর্ণার
গ গৌতমীর ঘ সুজাতার

৩৮. বিশাখার কয় কন্যা ছিল? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৯। [সেন্ট প্লাসিডস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]
ক পাঁচ খ ছয়
গ আট ঘ দশ

৩৯. রাজা প্রসেনজিতের স্ত্রী কে ছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩০। [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মল্লিকাদেবী খ বিশাখা
গ চালা ঘ উপচালা

৪০. নদী থেকে জল আহরণ করা ছিল কার নিত্যকর্ম?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩২। [চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ]
ক পূর্ণিকা খ বিশাখা
গ চালা ঘ শিশুচালা

৪১. দাসী জীবনে পূর্ণিকার নিত্যকর্ম কী ছিল? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩২। [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]
ক ভোরবেলা নদী থেকে জল আনা
খ দান করা
গ ত্রিপিটক পাঠ করা
ঘ রান্না করা

৪২. শীলভদ্রের জন্ম সাল নিচের কোনটি?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩। [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ৫২৫ খ ৫২৯
গ ৫৫০ ঘ ৫৬০

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রিপন তার শিক্ষক প্রীতম বড়ুয়াকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। কেননা তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। অসীম বড়ুয়ার যে কোনো দুর্বোধ্য বিষয় সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। [আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]

৪৩. উদ্দীপকে প্রীতম বড়ুয়ার চরিত্রের মাধ্যমে যে চরিত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।
ক মৌদ্গল্যায়ন খ সারিপুত্র
গ আনন্দ ঘ ধনঞ্জয়

৪৪. রিপন তার শিক্ষক প্রীতম বড়ুয়াকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন। এর দ্বারা বোঝা যায়—
i. তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ
ii. দুর্বোধ্য বিষয়ের সহজ উপস্থাপন
iii. তিনি আদর্শের অধিকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

চিহ্নিত প্রশ্নগুলো একাধিক স্কুলের নির্বাচনি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

Tutor: পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা Audio Book থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে TOP 10 TIPS দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১২২

TOP 10 TIPS

১. সারিপুত্র ছিলেন– মহাপ্রজ্ঞাবান।
২. ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন– মৌদগল্যায়ন।
৩. সারিপুত্রের গৃহীনাম ছিল– উপতিষ্য।
৪. মৌদ্গল্যায়ন ত্রিভুবন ঘুরে প্রচার করতেন– বৌদ্ধধর্ম।
৫. অশ্বজিতের সৌম্য চেহারা দেখে মুগ্ধ হন— সারিপুত্র।
৬. সারিপুত্রের ভাই ছিল— তিনজন।
৭. সারিপুত্রের পনের দিন পরে পরিনির্বাণ লাভ করেন— মৌদ্গল্যায়ন।
৮. বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে মহাশ্রাবক ছিলেন– ৮০ জন।
৯. নিজ জন্মস্থানে মাতৃগৃহে নির্বাণপ্রাপ্ত হন– সারিপুত্র।
১০. মৌদগল্যায়নের পবিত্র দেহধাতু রাখা হয়– বেণুবন বিহারের পূর্বদ্বারে।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৪৫. সারিপুত্র কোন ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক জ্ঞানে খ শক্তিতে
গ উপলব্ধিতে ঘ ধ্যানে — ক

সারিপুত্র ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন।

৪৬. মৌদ্গল্যায়ন কোন ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক ঋদ্ধিশক্তিতে খ জ্ঞানে
গ শক্তিতে ঘ ধ্যানে — ক

৪৭. সারিপুত্রের গৃহী নাম কী? *(জ্ঞান)*
ক উপালি খ আনন্দ গ উপতিষ্য ঘ সুধাম — গ

৪৮. কে ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন? *(জ্ঞান)*
ক সারিপুত্র খ মৌদগল্যায়ন
গ ধনঞ্জয় ঘ অশ্বজিৎ — খ

৪৯. সারিপুত্রের কয় ভাই ছিল? *(জ্ঞান)*
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয় — ক

৫০. সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে কার শিষ্যত্ব বরণ করেন? *(জ্ঞান)*
ক বুদ্ধের খ অশ্বজিতের
গ মহাকশ্যপ স্থবিরের ঘ সঞ্জয় বেলটঠপুত্রের — ঘ

৫১. কে অশ্বজিতের সৌম্য চেহারা দেখে মুগ্ধ হন? *(জ্ঞান)*
ক উপালি খ সঞ্জয়
গ সারিপুত্র ঘ নিগ্রোধশ্রমণ — গ

৫২. সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়নের মনে বৈরাগ্য ভাব জন্ম নিয়েছিলেন কীভাবে? *(অনুধাবন)*
ক বুদ্ধের দেশনা শুনে খ নাটক দেখে
গ বুদ্ধকে দেখে ঘ সঙ্ঘে যাতায়াতের মাধ্যমে — ঘ

৫৩. সারিপুত্র গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন কেন? *(অনুধাবন)*
ক সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে
খ বুদ্ধের নির্দেশে
গ ধর্ম প্রচারের জন্য
ঘ নির্বাণ লাভের জন্য — ক

৫৪. সারিপুত্রের কত দিন পর মৌদ্গল্যায়ন পরিনির্বাণ লাভ করে? *(জ্ঞান)*
ক তের খ চৌদ্দ
গ পনের ঘ ষোল — গ

৫৫. বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কতজন মহাশ্রাবক ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক সত্তর খ আশি গ নব্বই ঘ একশ — খ

৫৬. অগ্রশ্রাবক বলতে কী বোঝায়? *(অনুধাবন)*
ক সবচেয়ে বয়স্ক শিষ্য খ শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য
গ বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য ঘ সঙ্ঘের প্রধান শিষ্য — খ

৫৭. পরিব্রাজক সীমান্ত দাস কোনো বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। তিনি নিচের কোন ধরনের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন? *(প্রয়োগ)*
ক ভোগবাদী খ বিভাজ্যবাদী
গ সংশয়বাদী ঘ গৃহবাদী — গ

৫৮. সিমন স্যার ক্লাসে বললেন, সকল মানুষ মরণশীল। তার উপদেশের সাথে নিচের কোন মহান ব্যক্তির উপদেশের মিল রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক উপালিথের খ সারিপুত্র
গ মহাকাশপ স্থবির ঘ আনন্দ স্থবির — গ

৫৯. পৃথিবীর সকল কিছু উৎপত্তির কারণ রয়েছে এবং কারণের নিরোধ রয়েছে। এটি কোন মতবাদের মূলকথা? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক নির্বাণবাদ খ ভোগবাদ গ নিক্ষেপবাদ ঘ সংশয়বাদ — ক

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৬০. সারিপুত্রের উপদেশ মানুষকে— *(অনুধাবন)*
i. মৃত্যু সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে ii. শীলধর্ম পালনে অনুপ্রাণিত করে
iii. ধর্ম প্রচারে অনুপ্রাণিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৬১. সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়নের জীবনের ঘটনা থেকে আমাদের শেখা উচিত— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. কাজে একাগ্র হতে
ii. অধ্যবসায়ী হতে iii. দানশীল হতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২ ও ৬৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বুদ্ধের এমন একজন শিষ্য ছিলেন যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণীর পুত্র। তিনি নালন্দা ও ইন্দ্রশিলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত উপতিষ্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খুবই প্রত্যুৎপন্নমতি।

৬২. উদ্দীপকে কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক সারিপুত্র খ মৌদগল্যায়ন গ কোন্ডিন্য ঘ ভদ্দিয় — ক

৬৩. উক্ত ব্যক্তি কতদিনে অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক ১০ খ ১৫ গ ২০ ঘ ২৫ — খ

★★ পাঠ-২: বিশাখা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১২৫

TOP 10 TIPS

১. ভদ্দিয়নগরে জন্মগ্রহণ করেন— বিশাখা।
২. ছোটকাল থেকে অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন– বিশাখা।
৩. মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র ছিলেন– পুণ্যবর্ধন।
৪. বিশাখার বিয়েতে সাতদিনব্যাপী উৎসব পালন করেন– মিগার শ্রেষ্ঠী।
৫. বিশাখাকে তার পিতা উপদেশ দেন– ১০টি।
৬. ভ্রান্তধারার অনুসারী সন্ন্যাসীর ভক্ত ছিলেন– মিগার শ্রেষ্ঠী।
৭. বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের ভক্ত ছিলেন— মিগার শ্রেষ্ঠী।
৮. পূর্বারাম বিহারে কক্ষ ছিল— এক হাজার।
৯. বুদ্ধ ছয় বর্ষাবাসব্রত পালন করেন— পূর্বরাম বিহারে।
১০. বিশাখার বাড়িতে প্রত্যহ আহার গ্রহণ করতেন– পাঁচশত ভিক্ষু।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬৪. বিশাখা কোন নগরে জন্মগ্রহণ করেন? *(জ্ঞান)*
ক লুম্বিনী খ ভদ্দিয় গ কুশীনগর ঘ রাজগৃহ — খ

৬৫. বিশাখার শ্বশুর কে ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক মিগার শ্রেষ্ঠী খ ধনঞ্জয়
গ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী ঘ অশ্বজিৎ — ক

৬৬. কার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়? *(জ্ঞান)*
ক রেবত খ পুণ্যবর্ধন গ চুন্দ ঘ ধনঞ্জয় — খ

Tutor: পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ Top 10 Tips হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

৬৭. বিশাখার বাবা তাকে কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক ৮টি খ ৯টি গ ১০টি ঘ ১২টি **গ**

৬৮. বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের ভক্ত কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মিগার শ্রেষ্ঠী খ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী
গ উপসেন ঘ চুন্দ **খ**

৬৯. পূর্বারাম বিহারে কক্ষের সংখ্যা ছিল কত হাজার? (জ্ঞান)
ক পাঁচশত খ এক হাজার
গ দুই হাজার ঘ তিন হাজার **গ**

বিশাখা ১৮ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় শ্রাবস্তীতে একটি বিশাল বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেছিলেন। এটিকে পূর্বারাম বিহার বলা হয়। এ বিহার নির্মাণ কালে অগ্রশ্রাবক মৌদ্গল্যায়ন তদারকি করেন। দ্বিতলবিশিষ্ট এ বিহারের কক্ষ সংখ্যা ছিল এক হাজার।

৭০. বুদ্ধ পূর্বারাম বিহারে কয় বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক চার খ পাঁচ গ ছয় ঘ সাত **গ**

৭১. বিশাখা পিত্রালয়ে চলে যাবার মনস্থির করলেন কেন? (অনুধাবন)
ক শ্বশুরকুল পছন্দ না হওয়া
খ শ্বশুর বাড়িতে অযত্ন হওয়ায়
গ ধর্মমত নিয়ে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায়
ঘ বিবস্ত্র সাধু-সন্ন্যাসীতে বিরক্ত হয়ে **গ**

৭২. পিতা বিয়ের পূর্বে বিশাখাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ক শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাসের জন্য
খ বুদ্ধের শিষ্য হওয়ার জন্য
গ ধর্মপালনের জন্য
ঘ সন্ন্যাস জীবনযাপনের জন্য **ক**

৭৩. বিশাখা অন্য কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক মিগারমাতা খ বুদ্ধমাতা
গ জ্ঞানমাতা ঘ প্রদীপমাতা **ক**

৭৪. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশাখা কী নামে খ্যাত হয়? (জ্ঞান)
ক মহা উপাসিকা খ শ্রেষ্ঠ শিষ্যা
গ জ্ঞানদাত্রী ঘ প্রদীপমাতা **ক**

৭৫. বিশাখার পিতা তার শ্বশুরালয় যাওয়ার আগে দশটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এর পেছনে তাৎপর্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
ক শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস খ প্রশংসা অর্জন
গ নিজের স্বার্থের জন্য ঘ শ্রদ্ধার আসন পাওয়ার জন্য **ক**

৭৬. বিশাখার জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ত্যাগ মানুষকে মহৎ ও মহান করে
খ ধর্ম সাধনই জীবন
গ বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ধর্ম
ঘ গুরুজনদের আদেশ শিরোধার্য **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৭৭. বিশাখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন– (অনুধাবন)
i. দানকর্মের জন্য ii. ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করার জন্য
iii. সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বুদ্ধের সেবা করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৮. বিশাখার পিতার দেওয়া উপদেশগুলো আমাদের শিক্ষা দেয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার
ii. দান ও সেবার মানসিকতা গড়ে তোলার
iii. রাজনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৯. বিশাখার বর প্রার্থনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ত্যাগ মহিমা
ii. গভীর দানচেতনা iii. উদারতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮০ ও ৮১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
নিজের সংসারধর্ম পালন করার পরও অঞ্জলি বড়ুয়া নিজেকে ধর্ম সাধনায় ব্যাপৃত রাখেন। সবার প্রতি কর্তব্য পালন করেও তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতিদিন হাজার হাজার ভিক্ষুদের তিনি আহার করান।

৮০. অঞ্জলি নিচের কোন মহীয়সীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছেন? (প্রয়োগ)
ক খেরী উৎপল বর্ণা খ মহামায়া
গ বিশাখা ঘ পূর্ণিকা খেরী **গ**

৮১. উক্ত মহীয়সী এবং উদ্দীপকের অঞ্জলি আমাদের উজ্জীবিত করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ত্যাগের আদর্শে
ii. দানের আদর্শে iii. সম্পদশালী হতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মহা ধুমধামের সাথে কবিতার বিয়ে শেষ হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় তার বাবা তাকে ১০টি উপদেশ দিলেন। সে উক্ত উপদেশ সঠিকভাবে পালন করে।

৮২. উদ্দীপকে কোন মহীয়সী নারীর ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক বিশাখা খ রানি মহামায়া
গ পূর্ণিকা খেরী ঘ গোপাদেবী **ক**

৮৩. উক্ত মহীয়সী নারী ছিলেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উদার প্রকৃতির
ii. কোমলমতী iii. দানশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ পাঠ-৩: রাজা প্রসেনজিত | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১২৯

TOP 10 TIPS

১. কোশলের রাজা ছিলেন– রাজা প্রসেনজিত।
২. কোশলের রাজধানী ছিল– শ্রাবস্তী।
৩. সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল— কোশল।
৪. কোশলের বর্তমান নাম— সাহেত-মাহেত।
৫. বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থ স্থান– শ্রাবস্তী।
৬. উদ্যান পালকের কন্যা ছিলেন– মল্লিকাদেবী।
৭. রানি মল্লিকাদেবী ছিলেন– খুবই ধার্মিক
৮. রাজা প্রসেনজিতের বোনের নাম— সুমনা।
৯. বাসবক্ষত্রিয়ার পুত্রের নাম– বিড়ূঢ়ভ।
১০. অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন– প্রসেনজিত।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৪. রাজা প্রসেনজিত কোথাকার রাজা ছিলেন? (জ্ঞান)
ক কোশলের খ মগধের
গ উজ্জয়িনীর ঘ কোশাম্বীর **ক**

৮৫. কোশল রাজ্যের রাজধানীর নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক শ্রাবস্তী খ লুম্বিনী
গ নালন্দা ঘ তক্ষশিলা **ক**

রাজা প্রসেনজিতের কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী ছিল খুবই সমৃদ্ধ নগরী। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এখানে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

৮৬. কোশল কেমন রাজ্য ছিল? (জ্ঞান)
ক সমৃদ্ধশালী খ অনুন্নত
গ শ্রীহীন ঘ জনমানবহীন **ক**

৮৭. কোশলের বর্তমান নাম কী? (জ্ঞান)
ক রাজগৃহ খ নালন্দা
গ তক্ষশিলা ঘ সাহেত-মাহেত **ঘ**

৮৮. প্রসেনজিতকে তার বাবা সিংহাসনে বসিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী রক্ষার্থে
খ ছেলের বিদ্যা ও শিল্পকলার দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে
গ নিয়ম রক্ষার্থে ঘ বাধ্য হয়ে **খ**

৮৯. রাজা প্রসেনজিতের রাজ্যের সর্বত্র কী বিরাজ করত? (অনুধাবন)
ক নিয়ম নিষ্ঠা খ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি
গ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ঘ ধর্মহীনতা **ক**

৯০. রাজা প্রসেনজিত মল্লিকাদেবীকে কেন বিশ্বাস করতেন? (অনুধাবন)
ক বুদ্ধিমান ছিল বলে খ ধার্মিক ছিল বলে
গ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিল বলে ঘ সত্যবাদী ছিল বলে **খ**

৯১. রাজা প্রসেনজিত স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ক মিথ্যা কথা বলায় খ কন্যা সন্তান প্রসব করায়
গ উদ্যান কন্যা হওয়ায় ঘ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হওয়ায় **খ**

৯২. রাজা প্রসেনজিতের বোনের নাম কী? *(জ্ঞান)*
ⓚ সুমনা ⓚ পাপিয়া ⓖ মনোরমা ⓖ মল্লিকা — ক

৯৩. বিড়ূড়ভ শাক্য বংশকে আক্রমণের কারণ— *(অনুধাবন)*
ⓚ মামার বাড়ির থেকে উপহার না পাওয়ার জন্য
ⓚ সম্পদ লাভের জন্য
ⓖ অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য
ⓖ রাজ্য জয়ের জন্য — গ

৯৪. স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন এমন সংবাদ শুনে বীরযোদ্ধা সোহরাব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তার মানসিকতার সাথে নিচের কোন ব্যক্তির মিল রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক সম্রাট অশোক খ রাজা প্রসেনজিত
গ রাজা বিম্বিসার ঘ রাজা মহেন্দ্র — খ

৯৫. রাজা প্রসেনজিত অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এটি তার কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক উদারতা খ নমনীয়তা
গ কোমলতা ঘ সাহসিকতা — ক

৯৬. শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে— বুদ্ধের এ কথায় কী প্রকাশিত হয়েছে? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক নারী স্বাধীনতা খ সম-অধিকার
গ মানবাধিকার ঘ নারীর ক্ষমতায়ন — খ

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯৭. রাজা প্রসেনজিতের শাক্যজাতির কন্যা বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ— *(অনুধাবন)*
i. ভিক্ষুসংঘের সেবা করা ii. বুদ্ধের বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা
iii. নিজের স্বার্থ চিন্তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

৯৮. মহাদান দেখে জম্বুদ্বীপবাসীর যে বিষয়টি প্রকাশ পায়— *(অনুধাবন)*
i. ক্ষোভ
ii. লালসা iii. বিস্মিত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

৯৯. বুদ্ধের উপদেশ অনুযায়ী দানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন— *(অনুধাবন)*
i. পর্যাপ্ত দ্রব্যসম্ভার
ii. একাগ্রতা iii. শ্রদ্ধা-ভক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

১০০. রাজা অশোক ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশীল ও দানশীল। তাঁর সাথে মিল রয়েছে— *(প্রয়োগ)*
i. রাজা অজাতশত্রুর
ii. রাজা প্রসেনজিতের iii. রাজা বিড়ূড়ভের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

১০১. রাজা প্রসেনজিত ও মল্লিকাদেবীর জীবনী থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হলো— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ii. মহতী দানকর্ম করা
iii. ধর্মের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০২ ও ১০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্ত্রীর অনুরোধে হৃদক একটি বিশ্রামাগার তৈরি করেছিল। সেখানে বসে সে জ্ঞানচর্চা করতো এবং গুণিজনদের নানা নির্দেশনা দিতো। সে দানের প্রতিযোগিতা করতো এবং দানশীল ছিল।

১০২. উদ্দীপকে হৃদক চরিত্রের মাধ্যমে কোন চরিত্রকে বোঝানো হয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক রাজা প্রসেনজিত খ মগধরাজ বিম্বিসার
গ গৌতম বুদ্ধ ঘ সিদ্ধার্থ — ক

১০৩. উক্ত চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. দানশীল ii. অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল
iii. কঠোর ও রাগী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

★★ পাঠ-৪: পূর্ণিকা থেরী | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৩২

TOP 10 TIPS

১. বিপস্সি বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন— পূর্ণিকা থেরী।
২. বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা উদ্বিগ্ন করে তোলে— পূর্ণিকা থেরীকে।
৩. ভিক্ষুণীদের নিকট গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন— পূর্ণিকা।
৪. পূর্ণিকার জন্মের ফলে গৃহে সন্তান সংখ্যা দাঁড়ায়— একশত।
৫. পূর্ণিকা থেরী বুদ্ধের সিংহনাদ সূত্র শ্রবণ করে অর্জন করেন— স্রোতাপত্তি ফল।
৬. এক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা স্বমতে আনতে সমর্থ হন— পূর্ণিকা থেরী।
৭. পূর্ণিকা থেরীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন— প্রভু।
৮. নদী থেকে জল আহরণ করার কাজ ছিল— পূর্ণিকার নিত্যকর্ম।
৯. জলে ভিজে জীবন শুদ্ধ করার ব্রত— উদকশুদ্ধি।
১০. অধ্যবসায় ও সাধনার বলে নারীরাও— অর্হত্ত লাভ করতে পারেন।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১০৪. বয়ঃপ্রাপ্ত হলে কোন সম্ভাবনা পূর্ণিকাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে? *(জ্ঞান)*
ক পুনর্জন্মের খ বিবাহের গ রাণী হবার ঘ দাসত্বের — ক

১০৫. পূর্ণিকার কাদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন? *(জ্ঞান)*
ক তীর্থকদের খ ঋষিদের
গ ব্রাহ্মণদের ঘ ভিক্ষুণীদের — ঘ

১০৬. নিচের কে একাগ্রতা সহকারে ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন? *(জ্ঞান)*
ক মহামায়া গৌতমী খ পূর্ণিকা থেরী
গ বিশাখা ঘ মল্লিকাদেবী — খ

১০৭. থেরী পূর্ণিকার পিতা কী ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক কৃতদাস খ কৃষক গ রাজা ঘ বণিক — ক

১০৮. পূর্ণিকার জন্মের ফলে গৃহে সন্তান সংখ্যা কত হয়ে ছিল? *(জ্ঞান)*
ক ৭০ খ ৮০ গ ৯০ ঘ ১০০ — ঘ

১০৯. পূর্ণিকা কাকে যুক্তি দ্বারা স্বমতে আনতে সমর্থ হন? *(জ্ঞান)*
ক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণকে খ তন্ত্রবাদী ব্রাহ্মণকে
গ অগ্নি উপাসক ব্রাহ্মণকে ঘ মন্ত্রবাদী ব্রাহ্মণকে — ক

১১০. কোন স্থান থেকে জল আহরণ করা পূর্ণিকার নিত্যকর্ম কী ছিল? *(জ্ঞান)*
ক নদী থেকে খ পুকুর থেকে
গ কুয়া থেকে ঘ সাগর থেকে — ক

অতিমানজনিত কর্মফলে পূর্ণিকা গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহের কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দাসী জীবনে ভোরবেলা নদী থেকে জল আহরণ করা ছিল পূর্ণিকার নিত্যকর্ম। প্রভুর দণ্ড ও কটুবাক্যের ভয়ে তিনি শীতের ভোরেও নদীতে নেমে জল আহরণ করতেন।

১১১. জলে ভিজে জীবন শুদ্ধ করার ব্রতকে কী বলে? *(জ্ঞান)*
ক উদকশুদ্ধি খ আত্মশুদ্ধি
গ চিত্তশুদ্ধি ঘ মাৎস্যন্যায়শুদ্ধি — ক

১১২. পাপ মনে করে স্নান দ্বারা পাপকর্ম থেকে শরীর শুদ্ধ করা যায়। পূর্ণিকা থেরীর মতে এ ভাবনাকে কী বলা হয়? *(প্রয়োগ)*
ক মূর্খের ভাবনা খ যুক্তির ভাবনা
গ শয়তানের ভাবনা ঘ জ্ঞানীর ভাবনা — ক

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১১৩. পূর্ণিকা থেরীর মতে, পাপমুক্ত হতে প্রয়োজন— *(অনুধাবন)*
i. শীল পালন করা
ii. সন্ন্যাস গ্রহণ করা
iii. ধর্ম ও সঙ্ঘের সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

১১৪. পূর্ণিকার জীবনী আমাদের অনুপ্রাণিত করে— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. সৎ চেতনার জন্ম দিতে
ii. অধ্যবসায় ও সাধনা করতে
iii. দাসী জীবনযাপন করাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৫ ও ১১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দীপান্বিতা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, পুনর্জন্মের চিন্তা তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এ জন্য সে একাগ্রচিত্তে ত্রিপিটক পাঠ করে। তার জন্মের ফলেই পরিবারের সন্তান সংখ্যা একশত পূর্ণ হয়।

১১৫. উদ্দীপকে দীপান্বিতা কোন মহীয়সী নারীকে ইঙ্গিত করে? *(প্রয়োগ)*
ক) রানি মহামায়া খ) মহাপ্রজাপতি গৌতমী
গ) বিশাখা ঘ) পূর্ণিকা থেরী **ঘ**

১১৬. উক্ত নারী ছিলেন– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. কৃতদাসের কন্যা
ii. একশতম সন্তান iii. ভিক্ষুণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

★ পাঠ-৫: ভিক্ষু শীলভদ্র | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৩৩

TOP 10 TIPS

১. বঙ্গের আদি গৌরব ছিলেন– শীলভদ্র।
২. কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন— শীলভদ্র।
৩. জ্ঞানার্জনে আপসহীন ছিলেন— শীলভদ্র।
৪. শীলভদ্র জন্মগ্রহণ করেন– ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে।
৫. শীলভদ্রের গৃহীনাম ছিল– দন্তভদ্র।
৬. বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল– নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন– আচার্য ধর্মপাল।
৮. স্বধর্ম ভাণ্ডার বলা হতো– ভিক্ষু শীলভদ্রকে।
৯. শিক্ষা সমাপ্তির পর নালন্দা মহাবিহারে অধ্যাপনা করেন– ভিক্ষু শীলভদ্র।
১০. সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে সুখ্যাতি ছিল– ভিক্ষু শীলভদ্রের।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১১৭. শীলভদ্রকে বঙ্গের কী বলা হয়? *(জ্ঞান)*
ক) আদি গৌরব খ) মহা গৌরব
গ) আসল গৌরব ঘ) অসীম গৌরব **ক**

শীলভদ্র কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যেমন- শাস্ত্র গুপ্ত, ধর্মরত্ন, জ্ঞানকর ইত্যাদি। তিনি ৫২৯ খ্রি. বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীনাম ছিল দন্তভদ্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেই তিনি শীলভদ্র নামে খ্যাত হন।

১১৮. শীলভদ্র বাংলাদেশের কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? *(জ্ঞান)*
ক) বগুড়া খ) ফরিদপুর গ) কুমিল্লা ঘ) দিনাজপুর **গ**

১১৯. জ্ঞানার্জনে কে আপসহীন ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক) রাজা প্রসেনজিত খ) শীলভদ্র
গ) ধনঞ্জয় ঘ) উপসেন **খ**

১২০. শীলভদ্রের জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে? *(জ্ঞান)*
ক) ৫২৯ খ) ৫৩০ গ) ৫৩১ ঘ) ৫৩২ **ক**

১২১. শীলভদ্রের গৃহীনাম কী ছিল? *(জ্ঞান)*
ক) দন্তভদ্র খ) শান্তভদ্র গ) অন্তভদ্র ঘ) সুনন্তভদ্র **ক**

১২২. কোনটিকে কেন্দ্র করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে? *(জ্ঞান)*
ক) বৌদ্ধ বিহার খ) বিজ্ঞান শিক্ষা
গ) জ্যোতিষ বিদ্যা ঘ) শিল্পকলা **ক**

১২৩. শীলভদ্র কোথায় অধ্যাপনা করেন? *(জ্ঞান)*
ক) নালন্দা মহাবিহারে খ) শ্মশানভূমি মহাবিহারে
গ) ধর্মরাজিক মহাবিহারে ঘ) সোমপুর মহাবিহারে **ক**

১২৪. শীলভদ্র কীভাবে স্বধর্ম ভাণ্ডার নামে খ্যাতিলাভ করেন? *(অনুধাবন)*
ক) উচ্চ শিক্ষালাভ করে খ) গুরুজনের সেবা করে
গ) বৌদ্ধধর্মে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে ঘ) নালন্দা গমন করে **গ**

১২৫. শীলভদ্র প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন কেন? *(অনুধাবন)*
ক) সত্যানুসন্ধানের জন্য খ) ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন বলে
গ) রাজার আদেশে ঘ) জীবিকার তাগিদে **ক**

১২৬. শীলভদ্রকে কী বলা হতো? *(জ্ঞান)*
ক) স্বধর্ম ভাণ্ডার খ) আর্য ভাণ্ডার
গ) অভিধর্ম ভাণ্ডার ঘ) ধন ভাণ্ডার **ক**

১২৭. 'স্বধর্ম ভাণ্ডার' নামে খ্যাত ছিলেন কে? *(জ্ঞান)*
ক) আচার্য ধর্মপাল খ) শীলভদ্র
গ) সম্রাট অশোক ঘ) রাজা বিম্বিসার **খ**

১২৮. সত্যানুসন্ধানের জন্য ড. নীলিমা বড়ুয়া পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার সাথে নিচের কোন আদর্শ চরিত্রের মিল রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক) উপালিথের খ) পূর্ণিকা থেরী
গ) ভিক্ষু শীলভদ্র ঘ) আনন্দ স্থবির **গ**

১২৯. রমা সেন বৌদ্ধশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানের পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হন। শীলভদ্রের কোন দিকটি তার মধ্যে লক্ষণীয়? *(প্রয়োগ)*
ক) গভীর সাধনা ও অধ্যবসায় খ) ধর্মের প্রতি আকর্ষণ
গ) সহানুভূতিশীলতা ও উদারতা ঘ) একাগ্রতা ও দৃঢ়তা **ক**

১৩০. সব ধরনের জ্ঞানার্জনের প্রতিই শীলভদ্র উৎসুক ছিলেন। এটি তার কোন পরিচয়টি প্রকাশ করে? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক) সত্যানুসন্ধানী খ) জ্ঞানী
গ) ধর্ম নিরপেক্ষ ঘ) উদার ও মহান **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১৩১. বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন– *(অনুধাবন)*
i. গভীর সাধনা
ii. অধ্যবসায় iii. উদারতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

১৩২. শীলভদ্রকে স্বধর্ম ভাণ্ডার বলে সম্ভাষণ করার কারণ হলো– *(অনুধাবন)*
i. তিনি জ্ঞানের ধারক ছিলেন
ii. তিনি বৌদ্ধ দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন
iii. তিনি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মতামত প্রতিষ্ঠা করেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

১৩৩. সারিপুত্র তাঁর কর্ম দ্বারা বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। শীলভদ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমনি উপাধি হলো– *(প্রয়োগ)*
i. ধর্মরত্ন
ii. মহা উপাসক iii. জ্ঞানকর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

১৩৪. ভিক্ষু শীলভদ্রের জীবন আমাদের অনুপ্রাণিত করে– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. সত্যানুসন্ধানী হতে
ii. দানশীল হতে
iii. জ্ঞানী হতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৫ ও ১৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাল্যকাল হতেই জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। অল্প বয়সেই বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যার বই পড়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। বিদ্যা অর্জনের জন্য তিনি নালন্দায় গমন করেন।

১৩৫. উদ্দীপকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দ্বারা কোন মহামানবকে বোঝানো হয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক) ভিক্ষু শীলভদ্র খ) রাজা প্রসেনজিত
গ) গৌতম বুদ্ধ ঘ) কোনটি নয় **ক**

১৩৬. তিনি ছিলেন– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. কুমিল্লা জেলার অধিবাসী
ii. ভদ্ররাজ পরিবারের সন্তান iii. দন্তভদ্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে PC: ম্ব অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
Tutor
POLE Panjeree Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ৩৫টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সহজেই যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. সঞ্জয় বেলট্ঠীপুত্র কোন মতবাদী ছিলেন?

উত্তর: প্রাচীনকালে ভারতে ছয় প্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে সঞ্জয় বেলট্ঠীপুত্রের মতবাদ অন্যতম। তিনি ছিলেন মূলত 'বিক্ষেপবাদী বা সংশয়বাদী'। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন জগতের অসারতা উপলব্ধি করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অচিরেই তাঁরা সঞ্জয়ের সকল বিদ্যা অবগত হলেন, কিন্তু কোনো মুক্তির পথ পেলেন না। তাই পরবর্তীতে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২. বিশাখা কার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন এবং কয়টি?

উত্তর: বুদ্ধের সময় ভদ্দিয় নগরে মেন্ডক শ্রেষ্ঠী নামক এক ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী। সুমনাদেবী তাঁর স্ত্রী। তাঁদের কন্যা বিশাখা। বাল্যকাল হতে বুদ্ধের সেবক ছিলেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশে স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বিশাখার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের ভক্ত। বিশাখার চেষ্টায় শ্বশুরের মন পরিবর্তন হয়েছিল ফলে সকলে বুদ্ধের একান্ত উপাসক উপাসিকা হলেন। বিশাখা দৈনিক ৩ বার বিহারে গিয়ে বুদ্ধের ও শিষ্যবৃন্দের সেবা করতেন। তিনি ১৮ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীতে পূর্বারাম বিহার করেছিলেন তারপর বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের পর বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেছিলেন। বুদ্ধ বিশাখার ৮টি বর অনুমোদন করে বিশাখার পুণ্যক্রিয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩. পূর্ণিকাকে কেন দাসী কর্ম থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল?

উত্তর: জন্মান্তরের কর্মফলে পূর্ণিকা গৌতম বুদ্ধের সময় অনাথপিন্ডিকের গৃহের কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের উপদেশ বাণী শ্রবণে তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। তিনি উদকশুদ্ধি নামক এক ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা সংযত করেন এবং নিজের মতাদর্শে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এতে তাঁর প্রভু খুশি হয়ে তাঁকে দাসত্ব কর্ম থেকে মুক্তি প্রদান করেন। পূর্ণিকা দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। ভিক্ষুণী হয়ে তিনি অচিরে অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪. শীলভদ্রকে নিয়ে কেন আমরা গর্ব করি?

উত্তর: শীলভদ্র ছিলেন বঙ্গের আদি গৌরব। তিনি ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৃহীনাম ছিল দন্তভদ্র। ভিক্ষু হয়ে তাঁর নাম হয়েছিল ভিক্ষু শীলভদ্র। তিনি বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। তিনি বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ্য দর্শন ও অন্যান্য দর্শনে প্রচুর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি নালন্দায় অধ্যক্ষ আচার্য ধর্ম পালের শিষ্য ছিলেন। এখানে বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। কথিত আছে যে, এক তর্ক যুদ্ধে তিনি খ্যাতনামা এক ব্রাহ্মণকে পরাজিত করেন। এতে তিনি সদ্ধর্ম ভান্ডার উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীতে শীলভদ্র সংঘরাম নামে একটি মহা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহাস্থবির শীলভদ্র ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পন্ডিত ছিলেন বলে আমরা তাঁকে নিয়ে গর্ব করি। তিনি পরবর্তীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। এ মহামনীষী ১২৫ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

শিক্ষকমহোদয়ের প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ চরিতমালা: সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

প্রশ্ন-৫. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের অগ্রশাবক হিসেবে অভিহিত হতেন। তাঁদেরকে আর কী নামে অভিহিত করা হতো?

উত্তর: সারিপুত্র জ্ঞানে এবং মৌদ্গল্যায়ন ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে মৌদ্গল্যায়ন বাম দিকে বসতেন। তাই তাঁদের বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো।

প্রশ্ন-৬. সারিপুত্ররা কয় ভাই-বোন ছিলেন? তাঁদের নাম কী ছিল?

উত্তর: সারিপুত্রের তিন ভাই ও তিন বোন ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল চুন্দ, উপসেন এবং রেবত। বোনদের নাম ছিল চালা, উপচালা এবং শিশুপচালা। তাঁর সকল ভাই-বোন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হন।

প্রশ্ন-৭. মৌদ্গল্যায়নের জন্মস্থান ও জন্মপরিচয় সম্পর্কে কী জানা যায়?

উত্তর: মোগ্গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে মৌদ্গল্যায়নকে মোগ্গলীপুত্র বলা হতো। তিনি সারিপুত্রের জন্মদিনে রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিত্ব। গ্রামের ঐতিহ্যসম্পন্ন কুল বা বংশের পুত্র ছিলেন বলে তাঁকে কোলিত নামেও ডাকা হতো।

প্রশ্ন-৮. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কেন?

উত্তর: একদিন সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন দুই বন্ধু একত্রে একটি নাটক দেখতে যান। নাটক দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত হয়। তখন তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৯. বুদ্ধ প্রবর্তিত সঙ্ঘে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সারিপুত্রের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাঁর এ বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

উত্তর: যে বৈশিষ্ট্যের কারণে সারিপুত্র বুদ্ধ সংঘের শীর্ষস্থানে অবস্থান করেন তা হলো, তিনি ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

প্রশ্ন-১০. মৌদ্গল্যায়ন কোথায় বুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচার করতেন। তাঁর দেশনা কেমন হতো?

উত্তর: মৌদ্গল্যায়ন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল-ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচার করতেন। মৌদ্গল্যায়নের দেশনা ছিল সবসময় চিত্তগ্রাহী। তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি তা পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

প্রশ্ন-১১. সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের জীবনচরিত পাঠে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?
উত্তর: সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের জীবনচরিত পাঠে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারি তা হলো, একাগ্রতা ও অধ্যাবসায় থাকলে অবশ্যই মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং মানুষের জীবনের কোনো কর্মই বৃথা যায় না। ভালো বা মন্দ কর্মের জন্য যথোপযুক্ত ফল রয়েছে। তাই গোপনে বা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কখনোই কোনো মন্দ কাজ করা উচিত নয়।

■ বিশাখা

প্রশ্ন-১২. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে এক অনন্য নাম বিশাখা। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন কেন?
উত্তর: বিশাখা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। দান ও বিবিধ কল্যাণকর্মের জন্য তার খুবই সুখ্যাতি ছিল। দানকর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রশ্ন-১৩. বিশাখার দাদা ভদ্দিয় নগরে গিয়েছিলেন কেন?
উত্তর: এক সময় সেল নামক এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর অনুগামী প্রায় তিন শতাধিক শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বুদ্ধ সশিষ্য ভদ্দিয় নগরে এসেছিলেন। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে বিশাখার পিতামহ মেন্ডক শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১৪. বিশাখাকে দেওয়া তাঁর পিতার প্রথম উপদেশটি হলো— ঘরের আগুন বাহিরে নিওনা। উপদেশটির অর্থ কী?
উত্তর: 'ঘরের আগুন বাহিরে নিও না'— বিশাখার বাবার দেওয়া এই উপদেশটির অর্থ হলো, শ্বশুর বাড়ির কারো দোষ দেখলে তা বাইরের কাউকে বলবে না।

প্রশ্ন-১৫. সর্বজনীন উপদেশ হিসেবে স্বীকৃত অন্যতম উপদেশ হলো— বাইরের আগুন ঘরে এনো না— এই উপদেশটির তাৎপর্য কী?
উত্তর: বাইরের আগুন ঘরে এনো না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ শ্বশুর বাড়ির কারো দোষের কথা বললে তা তোমার শ্বশুরবাড়ির কারো কাছে প্রকাশ করো না।

প্রশ্ন-১৬. বিশাখার পিতা উপদেশ হিসেবে বিশাখাকে বলেছিলেন, যে দেয় না তাকে দিয়ো না। উপদেশটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: যে দেয় না তাকে দিয়ো না। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কোনোকিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয় না তাকে ধার দিয়ো না।

প্রশ্ন-১৭. 'সুখে আহার করবে'— এই উপদেশটির সারমর্ম কী?
উত্তর: 'সুখে আহার করবে', অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির গুরুজনদের খাওয়া শেষ হলে এবং অন্যান্যদের খাওয়া সম্পর্কে খবর নিয়ে তারপর নিজের আহার গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন-১৮. বিশাখাকে তাঁর পিতার দেওয়া দশটি উপদেশের অন্যতম হলো— 'সুখে উপবেশন করবে'— উপদেশটির অর্থ কী?
উত্তর: সুখে উপবেশন করবে। অর্থাৎ এমন স্থানে বসবে যে স্থান থেকে গুরুজনদের দেখে উঠতে না হয়।

প্রশ্ন-১৯. 'সুখে শয়ন করবে'— এই উপদেশটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: 'সুখে শয়ন করবে' উপদেশটির অর্থ হলো, যাবতীয় গৃহকর্ম সমাধা করে গুরুজনদের শয়নের পর শয়ন করবে।

প্রশ্ন-২০. বিশাখার পিতা উপদেশ প্রদানকালে বলেছিলেন, "অগ্নির পরিচর্যা করবে"— কথাটি দ্বারা তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন?
উত্তর: 'অগ্নির পরিচর্যা করবে' উপদেশটি দ্বারা বিশাখার পিতা বুঝাতে চেয়েছেন, গুরুজন ও ছোটদের সচেতনতার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা শুশ্রূষা করবে।

প্রশ্ন-২১. একদিন বিশাখার শ্বশুর 'ঘরের আগুন বাইরে নিয়ে না নেওয়ার' বিষয়ে জবাবদিহি করেন। এ বিষয়ে বিশাখার জবাব কী ছিল?
উত্তর: উল্লিখিত বিষয়ে বিশাখার জবাব ছিল, ঘরের আগুন বাইরে না নেওয়া বলতে আমার পিতা বুঝিয়েছেন, শ্বশুর বাড়ির কোনো কথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ না করা। আমি নিজ গৃহের নিন্দা ও কুৎসা বাইরে প্রকাশ করি না।

প্রশ্ন-২২. বিশাখা প্রার্থনাকৃত আটটি বর অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনাকৃত বরসমূহে কীসের প্রকাশ ঘটেছে?
উত্তর: বিশাখার প্রার্থনাকৃত বরসমূহে তাঁর ত্যাগ মহিমার নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। বিশাখার এ বর প্রার্থনার মধ্যে তাঁর গভীর দান চেতনা ও উদারতার প্রকাশ ঘটেছে।

■ রাজা প্রসেনজিত

প্রশ্ন-২৩. শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান কেন?
উত্তর: শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এখানে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

প্রশ্ন-২৪. কন্যা সন্তান জন্মে রাজা প্রসেনজিত অসন্তুষ্ট হন। এ বিষয়ে বুদ্ধের বক্তব্য কী ছিল?
উত্তর: বিবাহের পর রাজা প্রসেনজিতের স্ত্রী মল্লিকা এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন। কন্যাসন্তান জন্মের কারণে রাজা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে বুদ্ধ বলেন, শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, সুন্দরভাবে রাজ্যশাসন করতে পারে।

প্রশ্ন-২৫. প্রসেনজিত বাসবক্ষত্রিয়ার পুত্র হলো বিড়ূঢ়ভ। সে তার মামা বংশীয়দের ওপর খুব ক্ষিপ্ত হলো কেন?
উত্তর: বিড়ূঢ়ভ মামাবাড়িতে এসে কখনো মর্যাদা পেতেন না। শাক্যরা একবার বিড়ূঢ়ভকে দাসীর পুত্র বলে অপমান করে। বিড়ূঢ়ভ এতে খুব ক্ষিপ্ত হন।

প্রশ্ন-২৬. রাজা প্রসেনজিত রাজা অজাত শত্রুর সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। একথা শুনে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
উত্তর: প্রশ্নোল্লিখিত কথা শুনে বুদ্ধ উপদেশস্বরূপ বলেন, "যে লোক জয় লাভ করে তার শত্রু বাড়ে। যে পরাজিত হয় তার মর্মবেদনা বাড়ে। কিন্তু যার জয়-পরাজয় নেই সে সর্বদা শান্তি উপভোগ করতে পারে।"

■ পূর্ণিকা থেরী

প্রশ্ন-২৭. বিপস্সি বুদ্ধের সময় এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পূর্ণিকা থেরী। তিনি কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন কেন?
উত্তর: অভিমানজনিত কর্মফলে পূর্ণিকা থেরী গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহের কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় পূর্ণিকা। কথিত আছে যে, তাঁর জন্মের পর সেই গৃহে সন্তানসংখ্যা একশত পূর্ণ হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় পূর্ণা বা পূর্ণিকা।

প্রশ্ন-২৮. পূর্ণিকা কীভাবে অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন?
উত্তর: বুদ্ধের সিংহনাদ নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করে পূর্ণিকা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। তারপর তিনি উদকশুদ্ধি পালনরত এক ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা স্বমতে আনতে সমর্থ হন। এতে প্রভু তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন।

প্রশ্ন-২৯. পূর্ণিকা দাসকন্যা হতে সঙ্ঘের একজন সম্মানীয় থেরী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনী পাঠে কী ধারণা পাওয়া যায়?
উত্তর: পূর্ণিকা জীবনী পাঠে ধারণা করা যায় যে, একজন সামান্য ক্রীতদাসীও যে সৎ চেতনা ও কুশলকর্মের প্রভাবে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারে। অধ্যবসায় সাধনার ফলে নারীরাও অর্হত্ব ফল লাভ করতে পারেন।

■ ভিক্ষু শীলভদ্র

প্রশ্ন-৩০. শীলভদ্রের জন্ম ও বংশ পরিচয় দাও।
উত্তর: শীলভদ্রের জন্ম ৫২৯ খ্রিস্টাব্দ। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় যে, তাঁর পৃথী নাম ছিল দন্তভদ্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেই তিনি শীলভদ্র নামে খ্যাত হন।

প্রশ্ন-৩১. কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ শীলভদ্র বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। জ্ঞানার্জনে তিনি কেমন ছিলেন?
উত্তর: জ্ঞানার্জনে শীলভদ্র ছিলেন আপোসহীন। তিনি অল্প বয়সেই বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ্য দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন।

প্রশ্ন-৩২. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কী জানো?
উত্তর: নালন্দা ছিল প্রাচীন ভারতের খুব উচ্চ মানের বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধবিহারকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে এখানে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। শীলভদ্রের সময় নালন্দায় দশ হাজার শিক্ষার্থী ছিল এবং দেড় হাজার শিক্ষক ছিলেন।

প্রশ্ন-৩৩. অধ্যক্ষ ধর্মপালের কাছে শীলভদ্র কীসের পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন?
উত্তর: নালন্দায় বৌদ্ধধর্মীয় রীতিতে শীলভদ্র অধ্যক্ষ ধর্মপালের কাছে উপসম্পদা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। তারপর গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করেন এবং শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

প্রশ্ন-৩৪. 'শীলভদ্র সংঘারাম বিহার' এর ভিক্ষু-শ্রমণ সবাই পণ্ডিত শীলভদ্রকে 'স্বধর্ম ভাণ্ডার' বলে সম্ভাষণ করতেন। এরূপ সম্ভাষনের কারণ কী?
উত্তর: মগধরাজের রাজার বিশেষ অনুরোধে পণ্ডিত শীলভদ্র একটি নগর গ্রহণ করেন এবং সেখানে একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারের নামকরণ করা হয় শীলভদ্র সংঘারাম বিহার। সংঘারামের সকল ভিক্ষু-শ্রমণ মহাস্থবির শীলভদ্রের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধায় তাঁকে 'স্বধর্ম ভাণ্ডার' বলে সম্ভাষণ করতেন।

প্রশ্ন-৩৫. আচার্য ধর্মপালের নির্বাণ লাভের পর কাকে নালন্দার আচার্য পদে অধিষ্ঠিত করা হয়? বাঙালিরা আজও তাকে নিয়ে গর্ববোধ করে কেন?
উত্তর: প্রকৃতপক্ষে মহাস্থবির শীলভদ্রের সমসাময়িককালে ধর্মপাল ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। শীলভদ্রই প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। সে গৌরবে আজও বাঙালিরা গর্ববোধ করে।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

■ ৩১টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ■ ১৬টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর SURE 15 পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

প্রশ্ন-১. শ্রাবক শব্দের অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২।*
উত্তর: শিষ্য বা যিনি ধর্মীয় বিষয় শ্রবণ-ধারণ-পালন করেন।

প্রশ্ন-২. অগ্রশ্রাবক বলতে কী বোঝায়? */সি. বো. ১৯/ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২।*
উত্তর: শিষ্যদের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য তাদের অগ্রশ্রাবক বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র কী নামে পরিচিত ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২।*
উত্তর: ধর্ম সেনাপতি।

প্রশ্ন-৪. কার গৃহীনাম ছিল উপতিষ্য? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২।*
উত্তর: সারিপুত্রের গৃহীনাম ছিল উপতিষ্য।

প্রশ্ন-৫. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন-এর মনে বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হয় কী দেখে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।*
উত্তর: নাটক দেখে।

প্রশ্ন-৬. দুই বন্ধু গৃহত্যাগ করে কার শিষ্যত্ব বরণ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।*
উত্তর: সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্রের শিষ্যত্ব বরণ করেন।

প্রশ্ন-৭. সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্র কী ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।*
উত্তর: একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

প্রশ্ন-৮. রাজগৃহে সারিপুত্রের সাথে কার দেখা হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।*
উত্তর: বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিতের সঙ্গে দেখা হয়।

প্রশ্ন-৯. দীক্ষিত হওয়ার কত দিনে মৌদ্গল্যায়ন অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*
উত্তর: ৭ দিনে।

প্রশ্ন-১০. সারিপুত্র কত দিনে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*
উত্তর: ১৫ দিনে।

প্রশ্ন-১১. বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কতজন মহাশ্রাবক ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*
উত্তর: আশি জন।

প্রশ্ন-১২. সারিপুত্র কেমন ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*
উত্তর: মহাপ্রজ্ঞাবান ছিলেন।

প্রশ্ন-১৩. মৌদ্গল্যায়ন কেমন ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*
উত্তর: ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন।

প্রশ্ন-১৪. কারা বুদ্ধের পূর্বে পরিনির্বাণ লাভ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*
উত্তর: সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন।

■ বিশাখা

প্রশ্ন-১৫. ছোটকাল থেকে কে অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৫।*
উত্তর: ছোটকাল থেকে বিশাখা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন।

প্রশ্ন-১৬. কারা বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শুনে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৫।*
উত্তর: পাঁচশত সখীসহ বিশাখা এবং মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

প্রশ্ন-১৭. বিশাখার স্বামীর নাম কী? */বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়/ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৬।*
উত্তর: বিশাখার স্বামীর নাম পুণ্যবর্ধন।

প্রশ্ন-১৮. বিশাখার পিতা বিশাখাকে কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৬।*
উত্তর: বিশাখার পিতা বিশাখাকে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১৯. বিশাখা বুদ্ধের কাছ থেকে কয়টি বর চেয়ে নিয়েছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮।*
উত্তর: বিশাখা বুদ্ধের কাছ থেকে আটটি বর চেয়ে নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-২০. কার দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৯।*
উত্তর: বিশাখার দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল।

■ রাজা প্রসেনজিত

প্রশ্ন-২১. বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিতকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর: বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিতকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "যে লোক জয় লাভ করে তার শত্রু বাড়ে। যে পরাজিত হয় তার মর্মবেদনা বাড়ে। কিন্তু যার জয়-পরাজয় নেই সে সর্বদা শান্তি উপভোগ করতে পারে।"

প্রশ্ন-২২. রাজা প্রসেনজিত কোথাকার রাজা ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৯।*

উত্তর: রাজা প্রসেনজিত কোশলের রাজা ছিলেন।

প্রশ্ন-২৩. শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৯।*

উত্তর: শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত।

প্রশ্ন-২৪. কে অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩১।*

উত্তর: রাজা প্রসেনজিত ছিলেন অত্যন্ত দানপরায়ণ।

প্রশ্ন-২৫. রাজা প্রসেনজিৎ কোন বিহার দান করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩১।*

উত্তর: রাজা প্রসেনজিৎ 'রাজকারাম' বিহার ও 'মল্লিকারাম' বিহার দান করেন।

■ পূর্ণিকা ধেরী

প্রশ্ন-২৬. পূর্ণিকা কোন বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩২।*

উত্তর: বিপস্সী বুদ্ধের সময় পূর্ণিকা এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৭. পূর্ণিকা কে ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩২।*

উত্তর: বুদ্ধের সময়ের শ্রাবস্তী নগরের দাসীর কন্যা ছিলেন পূর্ণিকা।

প্রশ্ন-২৮. উদকশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? *[চ. বো. '১৯]* *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩২।*

উত্তর: উদকশুদ্ধি বলতে বোঝায় জলে ভিজে জীবন শুদ্ধ করার ব্রতকে।

■ ভিক্ষু শীলভদ্র

প্রশ্ন-২৯. শীলভদ্রের জন্ম কত খ্রিস্টাব্দে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩।*

উত্তর: শীলভদ্রের জন্ম ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে।

প্রশ্ন-৩০. পণ্ডিত শীলভদ্র কোন উপাধি লাভ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৪।*

উত্তর: পণ্ডিত শীলভদ্র 'স্বদ্ধর্ম ভান্ডার' উপাধি লাভ করেন।

প্রশ্ন-৩১. পণ্ডিত শীলভদ্র কখন মহাপ্রয়াণ লাভ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৪।*

উত্তর: পণ্ডিত শীলভদ্র ৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

প্রশ্ন-১. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো কেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২।*

উত্তর: বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ, ধারণ ও পালনে বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অগ্রগণ্য ছিলেন। সারিপুত্র জ্ঞানে এবং মৌদ্গল্যায়ন ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে ও মৌদ্গল্যায়ন বাম দিকে বসতেন। তাই তাঁদের বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো।

প্রশ্ন-২. সারিপুত্রকে কেন বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত নামে অভিহিত করা হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২২।*

উত্তর: বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ, ধারণ ও পালনে বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ছিলেন অগ্রগণ্য এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন জ্ঞানে। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্মদেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে বসতেন বলে তাঁকে বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত নামে অভিহিত করা হতো।

প্রশ্ন-৩. মৌদ্গল্যায়নকে কেন কোলিত নামে ডাকা হতো? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।*

উত্তর: মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন মোগগলী ব্রাহ্মণীর পুত্র। তিনি রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিত্ব। গ্রামের ঐতিহ্যসম্পন্ন কুল বা কোলিত বংশের পুত্র ছিলেন বলে মৌদ্গল্যায়নকে কোলিত নামে ডাকা হতো।

প্রশ্ন-৪. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন কেন গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩।*

উত্তর: একদিন দুই বন্ধু একত্রে নাটক দেখতে যান। নাটক দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত হয়। তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর গৃহত্যাগ করে তাঁরা সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্রের শিষ্যত্ব বরণ করেন।

প্রশ্ন-৫. সারিপুত্রের প্রধান উপদেশটি ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪। [চ. বো. '১৯]*

উত্তর: সারিপুত্র ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক এবং মহাপ্রজ্ঞাবান।

সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ হলো: 'মানুষ মরণশীল। যেকোনো সময় মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই শীলাদি ধর্ম পরিপূর্ণ কর। যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ কর। দুঃখে পতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ো না। শত্রুর ভয়ে নগরের ভিতর-বাহির যেমন সুরক্ষিত করা হয়, তেমনি নিজেকে সুরক্ষিত করে সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত রাখো। যারা শীলাদি পালন করে না, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করে না, তারা নরকে পতিত হয়ে শোক করে থাকে।'

প্রশ্ন-৬. মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়— ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*

উত্তর: মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়। এই ঋদ্ধিশক্তিই ছিল তার অফুরন্ত কর্মশক্তির উৎস। ঋদ্ধিবলেই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এ জন্য তার দেশনা ছিল সব সময় চিত্তগ্রাহী। তার দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

প্রশ্ন-৭. মৌদ্গল্যায়ন সম্পর্কে কী জান লেখো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*

উত্তর: মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়। এই ঋদ্ধিশক্তিই ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্ম শক্তির উৎস। ঋদ্ধি বলেই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনে ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এজন্য তার দেশনা ছিল সব সময় চিত্তগ্রাহী এবং তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থিত হতো তেমনি পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

প্রশ্ন-৮. মৌদ্গল্যায়নকে কেন কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হতে হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৪।*

উত্তর: অতীত কর্মের ফলস্বরূপে মৌদ্গল্যায়নকে ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

মৌদ্গল্যায়নকে কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল কারণ অতীত জন্মে তিনি তার স্ত্রীর প্ররোচনায় বয়োবৃদ্ধ অন্ধ পিতা মাতাকে গভীর বনে জন্তু জানোয়ারের সামনে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলেন। পরিণতিতে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো।

■ বিশাখা

প্রশ্ন-৯. কেন বিশাখাকে 'মিগারমাতা' নামে অভিহিত করা হতো? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৮।*

উত্তর: একদিন বিশাখা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। মহাকরুণিক বুদ্ধ ধর্মদেশনা শুরু করলেন। প্রথম শ্রেষ্ঠীর আগ্রহ না থাকলেও ক্রমে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। বুদ্ধের দেশনা শেষ হলে শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর তিনি বুদ্ধের সামনেই পুত্রবধূ বিশাখাকে জ্ঞানদায়িনী মাতা বলে সম্বোধন করে বললেন, মা তুমি এতদিনে এই সন্তানকে উদ্ধার করলে। সেই থেকে বিশাখাকে 'মিগারমাতা' নামে অভিহিত করা হয়।

■ রাজা প্রসেনজিত

প্রশ্ন-১০. শ্রাবস্তী কেন বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থান?

◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৯ / [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর: শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

শ্রাবস্তী ছিল কোশলের রাজধানী এবং খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী। বর্তমানে এটি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। ধর্মপ্রচারের জন্য বুদ্ধ এখানে অবস্থান করেছিলেন। বুদ্ধ এখানে অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এজন্য শ্রাবস্তী বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন-১১. রাজা প্রসেনজিতের দান কর্মে বিবরণ দাও।

◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩১ /

উত্তর: কোশলের রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের সময় সাময়িক ছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তিনি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘের নিত্য আহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি 'রাজকারাম' বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। রাণী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে 'মল্লিকারাম' নামে খ্যাত অতিথিশালাও প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা একবার এমন মহাদানানুষ্ঠান করেছিলেন যেখানে চৌদ্দ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল বলে জানা যায়। রাজা প্রসেনজিত রাজ্য বিস্তার বন্ধ করে দান ধর্মে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন।

■ পূর্ণিকা থেরী

প্রশ্ন-১২. পূর্ণিকাকে কেন দাসীকর্ম থেকে মুক্তি দেওয়া হলো?

◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩২ /

উত্তর: যুক্তি দ্বারা উদকশুদ্ধি এক ব্রাহ্মণকে স্বমতে আনায় পূর্ণিকাকে দাসীকর্ম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বুদ্ধের সিংহনাদ নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করে পূর্ণিকা স্রোতাপত্তি ফললাভ করেন। তৎপর তিনি উদকশুদ্ধি এক ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা স্বমতে আনতে সমর্থ হন। এতে প্রভু তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।

প্রশ্ন-১৩. পূর্ণিকা ও উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের কথোপকথনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩ /*

উত্তর: বুদ্ধের সময়ের শ্রাবস্তী নগরের দাসীর কন্যা ছিলেন পূর্ণিকা। তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে স্রোতাপন্ন হন। উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণকে পুণ্য লাভের আশায় প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করতে দেখে পূর্ণিকা বলেন, 'স্নানের মাধ্যমে পাপ মুক্ত হওয়া গেলে সব জলচর প্রাণীরা স্বর্গে যেত। পুণ্য সঞ্চয় করতে হলে দান, শীল, ভাবনা করতে হয়।' এই উপদেশের মাধ্যমে পূর্ণিকা উদকশুদ্ধিককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন।

■ ভিক্ষু শীলভদ্র

প্রশ্ন-১৪. ভিক্ষু শীলভদ্র কীভাবে শীলভদ্র নামে খ্যাত হন?

◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৩ /

উত্তর: শীলভদ্র ছিলেন বঙ্গের আদি গৌরব। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর গৃহীনাম ছিল দন্তভদ্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করেই তিনি শীলভদ্র নামে খ্যাত হন।

প্রশ্ন-১৫. শীলভদ্রকে 'স্বদ্ধর্ম ভাণ্ডার' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কেন?

◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৪ / [দি. বো. '২৪]

উত্তর: কথিত আছে যে, ভিক্ষু শীলভদ্র তর্কযুদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরাজিত করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাতে মগধরাজা সন্তুষ্ট হয়ে একটি নগরের রাজত্ব দিতে আগ্রহী হন। কিন্তু শীলভদ্র ভন্তে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে আরো সন্তুষ্ট হয়ে 'শীলভদ্র সংঘারাম' নামে একটি বিশাল বিহার তৈরি করে দেন এবং শীলভদ্রকে 'স্বদ্ধর্ম ভাণ্ডার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রশ্ন-১৬. ভিক্ষু শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য ছড়িয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

[দি. বো. '২৩] ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৪ /

উত্তর: যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করার ফলে ভিক্ষু শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দক্ষিণ ভারতের এক তাত্ত্বিক পণ্ডিত মগধরাজ্যে উপস্থিত হয়ে নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলেন, তার সমকক্ষ তাত্ত্বিক পণ্ডিত কেউ নেই। তিনি ধর্মপালকে আহ্বান করেন তর্কযুদ্ধের জন্য। কিন্তু শীলভদ্র অনুরোধ করেন নিজে যাওয়ার জন্য এবং ধর্মপাল তাকেই পাঠান মগধরাজ্যে। সেখানে গিয়ে শীলভদ্র প্রজ্ঞাপ্রসূত সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করেন। এর ফলে শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১৬টি সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন ■ ২টি অনুশীলনীর প্রশ্ন ■ ৬টি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

■ ২টি শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন ■ ৫টি মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ■ ১টি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। নতুন পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের নমুনা দেখে নাও তুমি। এর মাধ্যমে পরীক্ষায় সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন কেমন হতে পারে ও উত্তর কীভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ১

ছক-১:
- ১৫ দিনে অর্হত্ত্বে উন্নীত হন
- বুদ্ধের ভাষণগুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন
- নির্বাণপ্রাপ্ত হন মাতৃগৃহে

ছক-২:
- পবিত্র দেহ ধাতু বেনুবন বিহারে
- ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করতেন
- বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক

ক. শীলভদ্রের জন্ম কত খ্রিস্টাব্দে? ১

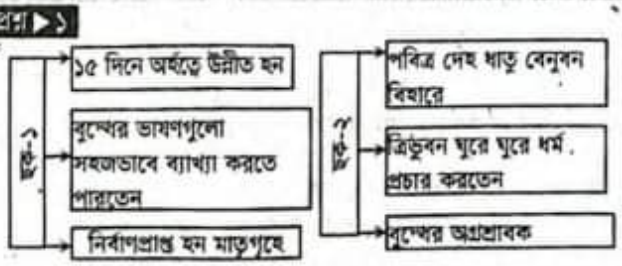

খ. পূর্ণিকাকে কেন দাসীকর্ম থেকে মুক্তি দেওয়া হলো? ২

গ. ছক-১ এ বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে বুদ্ধের কোন শিষ্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক হিসেবে ছক-২-এ বর্ণিত ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যে অবদান রাখেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

◄ শিখনফল-১

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শীলভদ্রের জন্ম ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে।

খ যুক্তি দ্বারা উদকশুদ্ধি এক ব্রাহ্মণকে স্বমতে আনায় পূর্ণিকাকে দাসীকর্ম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বুদ্ধের সিংহনাদ নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করে পূর্ণিকা স্রোতাপত্তি ফললাভ করেন। তৎপর তিনি উদকশুদ্ধি এক ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা স্বমতে আনতে সমর্থ হন। এতে প্রভু তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।

গ ছক-১ এ বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে বুদ্ধের সারিপুত্র নামক শিষ্যের মিল রয়েছে।

সারিপুত্র ছিলেন অগ্রশ্রাবক এবং ধর্মসেনাপতি নামে পরিচিত। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ ধারণ ও পালনে বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ছিলেন অন্যতম। তাঁর গৃহীনাম ছিল উপতিষ্য। সারি ব্রাহ্মণীর ছেলে বলে তাঁকে সারিপুত্র বলা হতো।

সারিপুত্র বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ১৫ দিনে অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। তিনি ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান এবং তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। মহৎ কর্মের জন্য তিনি বৌদ্ধধর্মে অমর হয়ে আছেন।

ঘ বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক হিসেবে অর্থাৎ ছক-২ এ বর্ণিত ব্যক্তি মৌদ্গল্যায়ন বৌদ্ধধর্মের প্রচারে যে অবদান রাখেন তা পাঠ্যবই অনুসারে বিশ্লেষণ করা হলো:

মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়। প্রজ্ঞায় সারিপুত্রের পরে ছিল তার স্থান এবং ঋদ্ধিশক্তি ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তির উৎস। ঋদ্ধিবলেই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন বলে তাঁর দেশনা ছিল সবসময় চিত্তগ্রাহী। তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

অর্হত্ব ফলে উন্নীত হয়ে মৌদ্গল্যায়ন তাঁর অনুগামী ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে গাথায় তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এতে তাঁর জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা নানাভাবে প্রকাশ পায়। তিনি অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং পরিনির্বাণের পূর্বে যথাসময় তাঁরা বুদ্ধকে বন্দনা করে যথোপযুক্ত স্থানে পরিনির্বাণের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন।

মৌদ্গল্যায়ন থের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলে কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন।

প্রশ্ন ▶২ **ঘটনা-১:**

রুপেন বড়ুয়া শৈশব থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর নাম রাখা হয় ধর্মমিত্র। তিনি গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এছাড়াও শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সকলে তাকে সদ্ধর্মের ভান্ডার বলে সম্ভাষণ করেন।

ঘটনা-২:

বৃত্তা বড়ুয়া প্রতিদিন বিহারে গিয়ে ত্রিরত্নের সেবা ও পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তাঁর পিতার দেয়া উপদেশ সাংসারিক জীবনে প্রতিফলিত করেন।

ক. শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম কী? ১

খ. মৌদ্গল্যায়নকে কেন কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হতে হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা-১-এ বর্ণিত কাহিনিটি চরিতমালার কোন চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-২-এ বর্ণিত বৃত্তা বড়ুয়ার কর্মকান্ডের প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ হবে— এ কথার সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

শিখনফল-১ ও ২

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত।

খ অতীত কর্মের ফলস্বরূপে মৌদ্গল্যায়নকে ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

মৌদ্গল্যায়ন কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল কারণ অতীত জন্মে তিনি তার স্ত্রীর প্ররোচনায় বয়োবৃদ্ধ অন্ধ পিতা মাতাকে গভীর বনে জন্তু জানোয়ারের সামনে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলেন। পরিণতিতে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো।

গ ঘটনা-১ এ বর্ণিত কাহিনিটির সাথে চরিতমালার ভিক্ষু শীলভদ্রের চরিত্রের সামঞ্জস্য রয়েছে।

ভিক্ষু শীলভদ্র ছিলেন বঙ্গের আদি গৌরব। তিনি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জানা যায়, তাঁর গৃহীনাম ছিল দন্তভদ্র এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভের পর তিনি শীলভদ্র নামে খ্যাত হন।

শীলভদ্র শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসুক ছিলেন এবং অল্প বয়সেই বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা সাঙ্খ্য দর্শন ও অন্যান্য দর্শন অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করেন এবং শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। শীলভদ্র সংঘারাম বিহারের সকল ভিক্ষু-শ্রমণ মহাস্থবির শীলভদ্রের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধায় তাঁকে সদ্ধর্ম ভান্ডার বলে সম্ভাষণ করতেন।

ঘটনা-১ এর রুপেন বড়ুয়াও শৈশব থেকেই জ্ঞানার্জনে আগ্রহী এবং গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে যা সকল বৈশিষ্ট্য শীলভদ্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ ঘটনা ২-এ বর্ণিত বৃত্তা বড়ুয়ার কর্মকান্ডের প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ হবে একথার সাথে আমি একমত।

ঘটনা ২- এ বর্ণিত কর্মকান্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের মেন্ডক শ্রেষ্ঠী কন্যা বিশাখাকে বিবাহের সময় দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন যা সাংসারিক জীবনের প্রতিফলিত হয় এবং বিশাখা জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ করেন।

উপদেশ দশটি হলো—

১. ঘরের আগুন বাহিরে নিয়ো না। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির কারো দোষ দেখলে তা বাইরের কাউকে বলবে না।

২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ শ্বশুরবাড়ির কারো দোষের কথা বললে তা তোমার শ্বশুরবাড়ির কারো কাছে প্রকাশ করো না।

৩. যে দেয় তাকে দেবে। অর্থাৎ কেউ কিছু ধার নিয়ে ফেরত দিলে তাকে ধার দেবে।

৪. যে দেয় না তাকে দিয়ো না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনোকিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয় না তাকে ধার দিয়ো না।

৫. যে দেয় অথবা না দেয় তাকেও দেবে। অর্থাৎ কোনো আত্মীয় গরিব হলে, ধার নিয়ে ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তাকেও ধার দিয়ো।

৬. সুখে আহার করবে। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির গুরুজনদের খাওয়া সম্পর্কে খবর নিয়ে তারপর নিজের আহার গ্রহণ করবে।

৭. সুখে উপবেশন করবে। অর্থাৎ এমন স্থানে বসবে যে স্থান থেকে গুরুজনদের দেখে উঠতে না হয়।

৮. সুখে শয়ন করবে। অর্থাৎ যাবতীয় গৃহকর্ম সমাধা করে গুরুজনদের শয়নের পর শয়ন করবে।

৯. অগ্নির পরিচর্যা করবে। অর্থাৎ গুরুজন ও ছোটদের সচেতনতার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা শুশ্রূষা করবে।

১০. শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

বিবাহ অনুষ্ঠানসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে আজও এই উপদেশসমূহ প্রদান করা হয়। পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে এ উপদেশগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।